এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ প্রেসিডেন্সি জেল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী, কর্তৃপক্ষকে কড়া বার্তা
নিম্নচাপের থাবায় বানভাসি দক্ষিণবঙ্গ, ভাসবে উত্তরও ৩

কলকাতা ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.09.2026, Vol. 20 Issue No. 83, 8 Pages, Price 3.00

মমতার ভাইঝির রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রামপুরহাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইঝি বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়। মঙ্গলবার সকালে বীরভূমের রামপুরহাট থানার কুসুম্বা গ্রামে নিজের বাড়ি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার আশঙ্কা করছে পুলিশ। তবে ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে ন্র জন্য পাঠান হয়েছে। ময়নাতদন্তর রিপোর্ট ছাড়াও পরিবারের বক্তব্য ও তাঁর সাম্প্রতিক পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকালে পরিবারের সদস্যরা বৃষ্টিকে ঘরের মধ্যে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় রামপুরহাট থানায়। পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর তার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

এই প্রসঙ্গে বৃষ্টির বাবা নীহার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মেয়ে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর ধরে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল। আমরা নিয়মিত ডাক্তার দেখাতাম। আজ কিছুই জানি না কী ভাবে এসব হল। আমরা তখন বাড়ির নীচের তলায় ছিলাম।' যদিও বৃষ্টির মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে না পুলিশ। তাঁর চিকিৎসার ইতিহাস, পারিবারিক বক্তব্য এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলি খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, কয়েক মাস ধরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল। রামপুরহাট থানার আয়াশ গ্রামে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের ১২ বছরের একটি সন্তান রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। যদিও কয়েক বছর আগেই এই বৃষ্টির নাম এর আগে উঠে এসেছিল শিক্ষক ও গ্রুপ সি কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায়। অভিযোগ, নিয়ম মেনে নয়, অনিয়মের মাধ্যমে তিনি চাকরি পেয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরে স্কুল সার্ভিস কমিশন যে চাকরি বাতিলের তালিকা প্রকাশ করেছিল, সেখানে তাঁর নাম ছিল বলে সূত্রের খবর। ওই তালিকায় ৬০৮ নম্বরে তাঁর নাম ছিল। তবে চাকরিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বৃষ্টি পদত্যাগ করেছিল বলেই পরিবারের দাবি। ফলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের সঙ্গে তাঁর বর্তমান মৃত্যুর সরাসরি কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও বলা যাচ্ছে না।

এই কুসুম্বা গ্রামের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। রামপুরহাট ১ নম্বর

পাহাড় থেকে সুন্দরবন, বিপর্যয়ে লড়বে 'অর্জুন'

'অর্জুন' বাহিনীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাতলার বহুতল বিপর্যয়ের পর রাজ্যে দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য গঠিত বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী 'অর্জুন বাহিনী'র আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নবান্নে বাহিনীর উদ্বোধনের পাশাপাশি ছয়টি বিশেষ উদ্ধারকারী গাড়ির উদ্বোধনও করেন তিনি। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০ জন প্রাক্তন সেনাকে নিয়ে গড়া এই বাহিনী কলকাতা, সুন্দরবন এবং পাহাড়ে মোতায়েন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তারাতলার দুর্ঘটনার পরই রাজ্যের নিজস্ব প্রশিক্ষিত 'ফার্স্ট রেসপন্ডার' বাহিনী গড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই ভাবনা থেকেই 'অর্জুন বাহিনী'র সূচনা। তাঁর দাবি, অতীতে বিপর্যয় মোকাবিলায় পরিকাঠামো, প্রশিক্ষিত জনবল ও আধুনিক সরঞ্জামের ঘাটতি ছিল। সেই ঘাটতি দূর করতেই এই উদ্যোগ।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, আম্ফানের পর একাধিক ঘটনা এবং তারাতলার দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যে যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন আছে। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি রয়েছে। এত দিন এই দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মঙ্গলবার কলকাতায় নির্মাণকাজের সময় নিয়ম না মানার অভিযোগ নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণের আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও খতিয়ে দেখার কাজ ঠিক ভাবে হয়নি। মাঝেরহাট ও পোস্তা উড়ালপুল ভেঙে পড়ার মতো ঘটনা এবং তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন।

কোথায় থাকবেন 'অর্জুন'-এর সদস্যেরা, মঙ্গলবার সেই বিষয়টিও স্পষ্ট করে জানান তিনি। রাজ্য সরকারের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বাহিনীতে থাকবেন ২০০ জন। তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে 'বীর' এবং দলনেতাদের 'বীর নায়ক'। ভবিষ্যতে দিঘা, মন্দারমণি, ডুয়ার্স, মুকুটমণিপুর ও তারাপীঠের মতো এলাকাতেও এই বাহিনী বিস্তারের পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে, ১০০ জন কলকাতায়, ৫০ জন পাহাড়ি এলাকায়, ৫০ জন সুন্দরবন এলাকায় মোতায়েন করা হবে। যদিও পরবর্তী সময়ে দার্জিলিং, কাকদ্বীপ, দিঘা-সহ বিভিন্ন এলাকায় নিজস্ব বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা রাজ্য সরকার করছে। এছাড়াও পর্যটনকেন্দ্রগুলিতেও ধাপে ধাপে 'অর্জুন'-এর ইউনিট রাখার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবার এই বিশেষ বাহিনীতে কারা থাকছেন, তাও স্পষ্ট করেই মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্য সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত সদস্য নেওয়া হচ্ছে। সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণ নেওয়া ব্যক্তিদেরও এই কাজে যুক্ত করা হবে। আগামী দিনে অগ্নিবীর এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার করছে।

তিনি জানান, 'বীর'-দের মাসিক পারিশ্রমিক ২৫ হাজার টাকা এবং 'বীর নায়ক'-দের ৪০ হাজার টাকা। প্রতিবছর ৩ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট, ১০ লক্ষ টাকার জীবনবিমা এবং দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার বিমা সুবিধাও থাকবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে অর্জুন বাহিনীতে অগ্নিবীরদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে চালের দাম বাড়ার কোনও যৌক্তিক কারণ নেই। মঙ্গলবার উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহের সূচনায় এমনই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, চাল যেহেতু রাজ্যেই উৎপাদিত হয়, তাই তার দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ার কথা নয়। তবে খুচরো বাজারে কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

এ দিন হগ মার্কেটের সামনে এক সপ্তাহব্যাপী উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, মুনাফার আশায় কিছু ব্যবসায়ী মিষ্টি, সবজি ও মাছে নিষিদ্ধ রং ব্যবহার করছেন। তাঁর দাবি, মাছ ও সবজিকে তাজা দেখাতে এবং মিষ্টির আকর্ষণ বাড়াতে যে রং ব্যবহার করা হচ্ছে, তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ধরনের কারচুপির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের অনিয়মে কোথাও কোথাও কিছু পুলিশকর্মী, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের আধিকারিক বা খাদ্য পরিদর্শকদের যোগসাজশ থাকতে পারে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। ২০১৯ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই এক সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও অনলাইন কেনাকাটায় প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রায় ১০ দিন আগে নিউ টাউনের একটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ১২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। জোমাটো-সহ পরিচিত ডেলিভারি সংস্থার নাম ব্যবহার করে ভুয়ো বুকিংয়ের মাধ্যমে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ছিল ওই চক্রের বিরুদ্ধে। এছাড়াও খাবারে ভেজাল এবং মাছ-সবজিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহারের বিরুদ্ধেও রাজ্য সরকার ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য নবান্নে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, খাদ্য পরিদর্শক, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে যৌথ বৈঠক হয়েছে। আনাজ, চিনি ও চালের দামের উপরেও রাজ্য সরকার নজরদারি রাখছে বলেই মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

সন্ত্রাস মোকাবিলায় দ্বিচারিতার স্থান নেই

শরিফের সামনেই সরব মোদী

বিশকেক, ১ সেপ্টেম্বর: সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রশ্নে বিশ্বমঞ্চে আরও এক বার কঠোর বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে আয়োজিত ২৬তম এসসিও সম্মেলনে মোদী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দ্বিচারিতার কোনও স্থান নেই।' তিনি যখন এ কথা বলছেন, তখন দর্শকাসনে অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে উপস্থিত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও। এসসিও সম্মেলনে মোদী, শাহবাজ ছাড়াও যোগ দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো, কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাশিম জমার্ট তোকায়েভ, উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকত মিরজিয়োয়েভ এবং তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রহমোন।

পশ্চিম এশিয়া এবং ইউক্রেনে যুদ্ধের আবহে ফের শান্তির বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ভারত বরাবরই বলে এসেছে যে, সব সংঘাত এবং যুদ্ধ পারস্পরিক কথোপকথন এবং কূটনীতির মাধ্যমে শেষ হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে এগুলির মীমাংসা হয় না।'

এদিন এসসিও বৈঠকে বলতে উঠে মোদী বলেন, 'যে সমস্ত দেশ সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের নীতির অঙ্গ করে ফেলেছে এবং সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করছে, তাদের একটিই বার্তা দেওয়া উচিত। তা হল, সন্ত্রাসবাদ কারও কৌশলগত সম্পদ হতে পারে না।' একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের কাঠামোকে আমাদের ভেঙে ফেলতেই হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একসুরে আমাদের বলতে হবে, দ্বিচারিতার কোনও স্থান নেই।'

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে বিশ্বের প্রায় সব দেশই যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, সে কথাও জানান মোদী। বলেন, 'পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট কেবল একটি অঞ্চলে সীমিত থাকেনি। তা গোটা বিশ্বে জ্বালানি নিরাপত্তা, জাহাজ চলাচল এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে (সাপ্লাই চেন) প্রভাবিত করেছে।' ভারতের মতো বিশ্বের দক্ষিণাংশে ('গ্লোবাল সাউথ') থাকা দেশগুলি এই সঙ্কটের জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য চুকিয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি মাদক চোরাচালান রুখতেও কড়া পদক্ষেপের কথা বলেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'মাদক চোরাচালান কেবল অপরাধই নয়, এটা নতুন প্রজন্মের কাছে একটি বিপদের নাম। আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও এটি ঝুঁকির।'

জিডিপির রিপোর্টে নমো-তির রাহুলকে

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর: বিশ্বে নানা সঙ্কটের মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত। এমনটাই জানিয়ে বিরোধীদের নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নাম না-করে কটাক্ষ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকেও। এসসিও সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য বর্তমানে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে রয়েছেন মোদী। মঙ্গলবার সকালে সেখান থেকেই সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়োবার্তা পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী।

ভিডিয়োবার্তায় ফের 'আত্মনির্ভর' ভারতের পক্ষে সওয়াল করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা যদি স্বদেশিয়ানা এবং আত্মনির্ভরতার উপর বেশি জোর দিই, তা হলে স্বাধীনতার ১০০ বছরে আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে একটা উন্নত ভারত তুলে দিতে পারব।' আত্মনির্ভরতার কথা বলতে গিয়েই দেশবাসীকে তিন পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যদি অবসর কাটানোর জন্য যান, তা হলে বিদেশে যাবেন না। যদি বিদেশে গিয়ে বিয়ে করতে চান, সেটাও করা উচিত হবে না। আর প্রয়োজন না-হলে সোনা কিনবেন না।'

সোমবার দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি আর্থিক বছরের (২০২৬-'২৭) প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে জিডিপি। সেটা প্রত্যাশিত ৭.১ শতাংশের চেয়ে অনেকটাই বেশি। মঙ্গলবার সে কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির হার। এটা শক্তিশালী সংখ্যা। আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াল।'

স্পিকারের নোটিসের জবাব দিতে অতিরিক্ত সময় চাইলেন কাকলিরা

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আরও খানিকটা সময় চেয়ে নিলেন তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইতে যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদ। সূত্রের খবর, স্পিকারের পাঠানো নোটিসের জবাব দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় ছিল এনসিপিআই সাংসদদের হাতে। তাঁরা আরও প্রায় ৩ সপ্তাহ সময় চেয়েছেন স্পিকারের কাছে।

বিধানসভা ভোটে দলের ভরাডুবির পরই সদলবলে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়েছিলেন অধিকাংশ সাংসদ। ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে তাঁরা এনডিএ সরকারকে সমর্থনের কথা জানান। সেইমতো সংসদে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়দের আসন অদলবদলও হয়। কিন্তু এখনও এনসিপিআই সাংসদ হিসেবে তাঁরা ২০ জন স্বীকৃতি পাননি।

স্পিকারের দপ্তর থেকে নোটিস পাওয়ার পর থেকেই আইনি আশ্রয় খুঁজছেন এনসিপিআই সাংসদরা। শোনা যাচ্ছে, এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁরা। দেশের শীর্ষ আইনজীবীদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। শেষমেশ মঙ্গলবার লোকসভার সচিবালয়ের কাছে চিঠি লিখে ৩ সপ্তাহের সময় চেয়েছেন ওই ২০ সাংসদ। লোকসভায় এনসিপিআই দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'লোকসভার সচিবালয়ের কাছে চিঠি লিখে আমরা ২০ জন সাংসদ ৩ সপ্তাহ সময় চেয়েছি।'

এই অবস্থায় বাদল অধিবেশন চলাকালীন কালীঘাট তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন, এনসিপিআই-তে যোগদানকারী সদস্যদের সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হোক। এনিয়ে তিনি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকেও চিঠি লিখেছিলেন। গত মাসে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সবপক্ষকে নোটিস জারি করে। নোটিস দেওয়া হয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ ২০ জন দলবদলুকে। এই সাংসদদের নিয়ে সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া কতদূর এগোলো জানতে নোটিস যায় স্পিকারের কাছেও। সেসময় স্পিকার জানান, কালীঘাট তৃণমূলের আবেদনের প্রেক্ষিতে এনসিপিআই সাংসদদের কাছে অবস্থান জানতে নোটিস দিয়েছেন তিনি।

৯৮৭ জনের দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ ৪ হাজার

রসুয়ায় সন্ধান নেই ৩৫০ স্কুলপড়ুয়ার

কাঠমান্ডু, ১ সেপ্টেম্বর: বিপর্যয়ের পর থেকে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে প্রতিদিন। নেপাল বিপর্যয় দফতরের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৮৭। নিখোঁজ ৩৯১৬ জন। তাঁদের মধ্যে ৪৮৩ জন বিদেশি। ১১ হাজার ৮১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। কাদা এবং ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রাণের খোঁজ চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। ভারত সরকার জানিয়েছে, নেপাল থেকে ১৫৮ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এই তথ্য জানানো হয়। অন্য দিকে, রসুয়া জেলার উত্তরগয়া এলাকায় প্রায় ৩৫০ জন পড়ুয়া নিখোঁজ বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর।

নেপালের নুয়াকোট জেলার বেত্রবতী এলাকায় একটি বাড়ি

থেকে ২৩ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জেলা পুলিশ সুপার বিপিন রেগমির জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়ির মালিকের এখনও কোনও হদিস মেলেনি। কিন্তু একটি বাড়িতে একসঙ্গে এত জনের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ধোঁয়াশা বাড়ছে। ওই বাড়ির বাসিন্দা তাঁরা, না কি ওই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে, সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অশনাক্ত দেহগুলিকে ইতিমধ্যেই কবর দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে।

ইউরোপের কোপারনিকাস অবজারভেটরির তথ্য উল্লেখ করে সংবাদসংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ত্রিশূলী উপত্যকায় ২৫০০-এর বেশি বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ত্রিশূলী উপত্যকার তিমুরে, স্যাফ্রুবেসী এবং বিদুরে ৬০০০ মানুষের বাস ছিল। কিন্তু এখন সেখানে শুধু ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে। নেপাল প্রশাসন সূত্রে খবর, ত্রিশূলীতে নির্মীয়মাণ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪২ জন ইঞ্জিনিয়ার আটকে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অন্য দিকে, ত্রিশূলী অন্য জলবিদ্যুৎপ্রকল্পের কাজে যুক্ত ১১৮ জন ইঞ্জিনিয়ারকেও এখনও উদ্ধার করা যায়নি। উদ্ধারকাজ চলছে ঠিকই, কিন্তু তার পাশাপাশি মহামারির আশঙ্কাও বাড়ছে বলে নেপাল প্রশাসন সূত্রে খবর।

পেনশন সব সাংবাদিকের

■ পারিবারিক চিকিৎসা থেকে অবসরকালীন পেনশন, এমনকি পুজোর ভাতা-সহ কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার পরিধি আরও বাড়ানোর কথা জানাল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, একই সঙ্গে মঙ্গলবার অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন আরও বাড়ানোর কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ডেস্কে কর্মরত সাংবাদিকদেরও নির্দিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে এই সুবিধার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। শুধু প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডধারীরাই নন, যারা সংবাদমাধ্যমের ডেস্কে বসে কাজ করেন, সেই সাংবাদিকেরাও নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করলে এই সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **CHANDANI KARMAKAR** W/o GOPAL KARMAKAR, R/o at Vill.- Radha Nagar, P.O - Jakpur, P.S- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, have changed my name from **CHANDANI KAMAKAR** to **CHANDANI KARMAKAR** vide affidavit no.- N/8, Dt.- 20/08/2026 sworn Before the Notary Public, Kharagpur. Henceforth, I shall be known as **CHANDANI KARMAKAR** instead of **CHANDANI KAMAKAR** and all my relevant documents should be corrected accordingly.

CHANGE OF NAME

I, Parmila Das, W/O Sri Bhubaneswar Das & D/O Puna Das, residing at D – 7/6, Baisakhi Abasan, Block – AG, Sector – III, Salt Lake City, P.O. – Sech Bhawan, Kolkata – 700091 under Police Station Bidhannagar (East) in the district of North 24 Parganas do hereby solemnly affirm and declare that I am the mother of Puja Das, my first daughter & Preeti Das my second daughter. That in my first daughter, Puja Das's birth certificate, my name has been recorded wrongly as Pramila Das instead of Parmila Das. That in my second daughter, Preeti Das's birth certificate my name has been recorded wrongly as Pramila Das instead of Parmila Das. That Parmila Das and Pramila Das is the same and one identical person as per Affidavit No. 1287 dtd. 10.08.2026 sworn before the Ld. Magistrate, First Class at Bidhannagar.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 31/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15061 নং এফিডেভিট বলে আমি Jafor Mallick S/o. Late Rostam Ali Mallick ও Dr. Jafor Mullick S/o. Late Rostom Mullick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 46 নং এফিডেভিট বলে আমি Amarendra Bandyopadhyay S/o. Gopal Chandra Bandyopadhyay ও Amarendra Banerjee S/o. Gopal Chandra Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19243 নং এফিডেভিড বলে আমি Sabina Bibi & Ruma Khatoon, আমার স্বামী Sk Rafik Ali Mondal, Rafik Ali Mondal & Rafik ও আমার পিতা Samser Ali Sekh & Sk Samser Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19241 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Rafik Ali Mondal & Rafik Ali Mondal Sk, আমার পিতা Nur Ali Mondal Sekh, Nur Sk, Sk Noor Ali Mondal & Nur Ali Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I Sadananda Das, S/o- Gati Das. Residing at Vill. - Jadupur.P.o.- Amdangra. P.s.- Anandapur. Dist - Paschim Medinipore.Do hereby declared before the Judicial Magistrate 1st Class Paschim Medinipur that I Sadananda Das and Swadesh Das is same and one identical person and my father Gati Krishna Das and Gati Das is same and one identical person. Vide Affidavit no.4550 Dt.19/02/2025.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **বলরাম দাস,** পিতা-৺কার্তিক দাস, স্থায়ী সাং- মগরা হসপিটাল রোড, পোঃ ও থানা - মগরা, বর্তমান সাং - কাঁকড়াকুলি, পোঃ ও থানা - ধনিয়াখালি, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০২, **শুভময় চন্দ্র,** পিতা- সুধাময় চন্দ্রের একমাত্র ওয়ারিশান হিসাবে হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানার অধীন মৌজা - চুঁচুড়া (২০), হাল দাগ নং- ৫৫২৬, হাল খতিয়ান নং ১০৯৯২, পরিমান- ০.০৮৩ একর সম্পত্তির মালিক হইতেছেন। আমার মক্কেল এই সম্পত্তি বাজারমূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে কাহারো কোনো বক্তব্য থাকিলে আমাকে/আমার মক্কেলকে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জানাইবেন।

Dt. 1/9/26 ধন্যবাদান্তে

Arka Bairagya, Advocate
District Judge Court, Hooghly

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি বাপন রাজোয়ার, পিতা- খোকন রাজোয়ার, ৪৫ নং বাথনা মৌজার ৬/১/২০১৪ সালে ৯০ নং দলিল মূলে জমি ক্রয় করেন, দাগ নং- ৪৭৪, খতিয়ান নং- ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪। উক্ত জমির Deed No- 00090/2014 ও আমমোক্তার দলিল নং- Deed No- 167, 92, 13/1991, 1992, কাহারো আপত্তি থাকিলে শান্তিপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে, আমার মক্কেল **দীপিকা ব্যানার্জী,** স্বামী-বংশী ব্যানার্জী, সাং- ছোট পুঁইছড়া, পোঃ- পুঁইছড়া, থানা- গোয়ালতোড়, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইং ১৪.০৭.২০২৬ তাং District Sub Registrar -I, Paschim Medinipur অফিসে I-8508/2026 নং দলিলে মৌজা- রাজাডালি, জে এল নং-২১৮, এল.আর খতিয়ান ৭০, এল.আর ৯ দাগে ০৬ শতক জমি, আমমোক্তার **তড়িৎবরণ মুখার্জী,** পিতা-মানিক রতন মুখার্জী, এর নিকট হইতে খরিদ করেন, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের সম্পত্তিটি **নীরদ মুখার্জী** এর স্বত্বীয় দখলি সম্পত্তি ছিল উনি পরলোক গমন করিলে তাহার একমাত্র ওয়ারিশ পত্নী **চম্পা মুখার্জী তড়িৎ বরণ মুখার্জী** কে আমমোক্তার হিসেবে নিযুক্ত করেন, গত ইং ২৬.১২.২০২৩ তাং Additional District Sub Registrar, Garhbeta অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত Book No-I, দলিল নং I-6416/2023 রূপে লিপিবদ্ধ আছে। আমার উক্ত মক্কেল বি.এল এ্যান্ড এল.আর ও গড়বেতা-২ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তা হইলে আদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য করা হইবে।

চিরঞ্জীব ব্যানার্জী (এ্যাডভোকেট)
জাজেস কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)মেশকাত সিদ্দিকী, ২)মাহানি সিদ্দিকী** ও **৩)আয়াতুল্লা সিদ্দিকী,** সকলের পিতা মরহুম আব্দুল আনসার মোহাম্মদ আব্দুল কাহার সিদ্দিকী, সাং ও পোস্ট ফুরফুরা, থানা জাঙ্গিপাড়া, জেলা হুগলী। মৌজা ফুরফুরা, জে.এল. নম্বর ১০২, এল.আর. ২৩৭০, ২৩৭২ ও ২৩৭১ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সমস্ত সম্পত্তি ১৫/০৩/২০০৭ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫০৫ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল বলে **জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ রেজওয়ানুল করিম,** পিতা মহঃ আব্দুল কাইউম, সাকিম ২২ দেদার বক্স লেন, পোস্ট পার্ক স্ট্রিট, থানা তালতলা, কলকাতা ৭০০০১৬, মহাশয়কে A.R.A. Kolkata রেজিস্ট্রি অফিসে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ রেজওয়ানুল করিম** সাহেব এ.ডি.এস.আর, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ইং- ২৭/০৭/২০২৩ তারিখে ০৩৫২৬/২০২৩, ২২/০৯/২০২৩ তারিখে ০৩৫৩০/২০২৩, ১১/১০/২০২৩ তারিখে ০৩৪৩৪/২০২৩, ৩১/১০/২০২৩ তারিখে ০৩৫২৯/২০২৩, ১১/১০/২০২৩ তারিখে ০৩৪৩০/২০২৩, ৩১/১০/২০২৩ তারিখে ০৩৫৩১/২০২৩, ২৯/০৯/২০২৩ তারিখে ০৩৫২৭/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নাবালক **মহঃ উসাইদু সিদ্দিকী,** পিতা আবু নাসার মোহাম্মদ সত্তবান সিদ্দিকী, সাকিন সাং ও পোস্ট ফুরফুরা, থানা জাঙ্গিপাড়া, জেলা হুগলী মহাশয়কে ২২ শতক সম্পত্তি একুনে ৭ টি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল: জেলা হুগলী, থানা জাঙ্গিপাড়া, মৌজা ফুরফুরা, জে.এল. নং ১০২, এল.আর. ২৩৭০ নং খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ৩০৭ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৩৬ শতক এর মধ্যে ০.০১০৪ অংশে ০.০০০০ শতক, একই খতিয়ানে ২৯৫ নং দাগে ভিটি ষোল আনায় ২ শতকের মধ্যে ০.০৩১৩ অংশে ০.০০০০ শতক, একই খতিয়ানে ২৯৭ নং দাগে পুকুর পাড় ষোল আনায় ৪ শতক এর মধ্যে ০.০৪৮৬ অংশে ০.০১০০ শতক, একই খতিয়ানে ৭০/২৯২৩ নং দাগে বাগান ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে ০.০২০০ শতক। ২৩৭২ নং খতিয়ানে ২৯৫ নং দাগে ভিটি ষোল আনায় ২ শতকের মধ্যে ০.০৩১৩ অংশে ০.০০০০ শতক, একই খতিয়ানে ২৯৭ নং দাগে পুকুর পাড় ষোল আনায় ৮ শতক এর মধ্যে ০.০৪৮৬ অংশে ০.০১০০ শতক, একই খতিয়ানে ৭০/২৯২৩ নং দাগে বাগান ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে ০.০২০০ শতক। ২৩৭১ নং খতিয়ানে ৩১৯ নং দাগে বাস্তু ষোল আনায় ১৪ শতকের মধ্যে ০.০৫৫৬ অংশে ০.০১০০ শতক, একই খতিয়ানে ২৯৫ নং দাগে ভিটি ষোল আনায় ২ শতক এর মধ্যে ০.০৩১২ অংশে ০.০১০০ শতক, একই খতিয়ানে ২৯৭ নং দাগে পুকুর পাড় ষোল আনায় ৮ শতক এর মধ্যে ০.০৪৮৬ অংশে ০.০০০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩০৮ নং দাগে ভিটি ষোল আনায় ৮ শতক এর মধ্যে ০.০৭৮২ অংশে ০.০০০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩০৭ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৩৬ শতকের মধ্যে ০.০১০৫ অংশে ০.০১০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩১১ নং দাগে বাগান ষোল আনায় ৪৮ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৪ অংশে ০.০৪০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩১২ নং দাগে বাস্তু ষোল আনায় ১ শতক এর মধ্যে ০.০৮৩৪ অংশে ০.০১০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩১৪ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৩৩ শতক এর মধ্যে ০.০৪১৬ অংশে ০.০২০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩১৫ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ১৪ শতক এর মধ্যে ০.০৮৩৪ অংশে ০.০২০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩১৫/২৯২৯ নং দাগে বাস্তু ষোল আনায় ০.০২ শতকের মধ্যে ০.০৪১৬ অংশে ০.০১০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩১৬ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ১৩ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৪ অংশে ০.০১০০ শতক, একই খতিয়ানে ৩১৬/২৯৩০ নং দাগে বাস্তু ষোল আনায় ০.০৩ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৪ অংশে ০.০০০০ শতক, একই খতিয়ানে ৭০/২৯২৩ নং দাগে বাগান ষোল আনায় ০.২১ শতকের মধ্যে ০.০৮৩৪ অংশে ০.০২০০ শতক। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Nandan Dutt, Advocate,Serampore Court

I, Sri Swarnendu Mandal, Advocate, District Court Bankura, hereby publish and declare through this notice that my client, Sri Sant Kumar Tibrewal, son of Late Shyam Sundar Tibrewal, residing at 609, Block "O" New Alipore, P.O. & PS-New Alipore, Dist- North 24 Parganas, by virtue of a registered General Power of Attorney deed bearing No. 8852/2021 of Book No. 1, which was executed & registered on 02/09/2021, before ARA-IV, Kolkata, has sold a total of 1113 decimals of land located in District- Bankura, Police Station- Taldangra, under J.L. No. 142, Mouza- Gamarbani, recorded under present L.R. Khatian No. 1463. LR Plot Nos.25/1381, 59, 60, 61, 62, 63 & 67, to (1) Ahia Chowdhury, (2) Sajjad Chowdhury, (3) Sahabuddin Chowdhury & (4) Mainuddin Chowdhury, all are sons of Late Jakir Hosen Chowdhury, via a Deed of Sale being No.I-0010/2024 which was executed on 27/12/2023 & registered on 02/01/2024 ARA-II. Kolkata. If anyone has any objection regarding the said land, it must be submitted to me in writing within 7 (seven) days of the publication of this notice; otherwise, no claims or objections from anyone will be considered valid.

SWARNENDU MONDAL, Advocate
District & Sessione & Judge's Court, Bankura

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মোক্কেল হিমাদ্রী মিত্র, পিতা- ৺ললিত চন্দ্র মিত্র, তাহার কাকু অবিবাহিত অবস্থায় গত ইংরেজী ০৫/১২/১৯৯১ তারিখ পরলোকগমন করিলে এবং পশ্চাৎ তাহার পিতা ললিত চন্দ্র মিত্র গত ইং ২১/০৫/১৯৯৫ তারিখ পরলোকগমন করিলে এবং তাহার মাতা কল্পনা মিত্র তাহার পিতার মৃত্যুর পূর্বে গত ইং ২৬/০৫/১৯৮৮ তারিখে পরলোকগমন করিলে আমার মোক্কেল তাহার কাকুর নামিত জেলা ও থানা-ঝাড়গ্রাম অন্তর্গত মৌজা- জঙ্গলখাস, জে. এল. নং- ৩৯৫, হাল খতিয়ান নং-৭০৮, হাল দাগ নং-৪৫৪ মধ্যে ১৩ ডেসিমেল ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া B. L. & L.R.O. Jhargram অফিসে Case No.- WR/2026/2205/662 ফাইল করিয়াছেন। উক্ত আবেদনের ক্ষেত্রে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিন মধ্যে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্যাদি হইবে।

নিবেদন ইতি- নীলেশ দাস, এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ ১) শ্রী সুখেন্দু মাইতি, পিতা- শ্রী কবিল মাইতি ও ২) শ্রী ইন্দ্রজিৎ মাইতি, পিতা- প্রকাশ চন্দ্র মাইতি, মৌজা- খলিসানী, জে.এল.- ০১, থানা - ভদ্রেশ্বর, সাবেক ১৫১৫ নং দাগ যাহার হাল দাগ ১৮০২ ভুক্ত সম্পত্তি যাহা সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রীমত্যা রাখী চন্দ, স্বামী- স্বপন কুমার চন্দ- এর নিকট হইতে চুঁচুড়া ডি.এস.আর.-১ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল নং যথাক্রমে ০১৭৯২/২০২৫ ও ০১৭৯১/২০২৫ মূলে খরিদ করেন যাহা ঐ দলিলের বিক্রেতা শ্রীমত্যা রাখী চন্দ, স্বামী- স্বপন কুমার চন্দ ২২১০/২০২৪ তারিখে চুঁচুড়া ডি.এস. আর.-১ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০৬০১/২০২৪ নং ভ্যলুমে ১৬৬৫২৪ হইতে ১৬৬৫৩৮ পাতায় লিপিবদ্ধ ০৮৫৯৬/২০২৪ নং দলিল মূলে আমমোক্তার নামা হিসাবে শ্রী রতন কুমার সাহা, পিতা- সতীশচন্দ্র সাহা মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপণের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে।

সৌম্যদীপ সরকার (অ্যাডভোকেট)
Hooghly District Judges' court

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ ১) শ্রী শঙ্কর দাস, পিতা- শ্রী রাখাল চন্দ্র দাস, মৌজা- চন্দননগর, জে.এল.- ০১, থানা- চন্দননগর, সীট নং.-২, হাল দাগ ২৭৮ ভুক্ত সম্পত্তি এবং ২) শ্রীমতি সারথী রবি দাস, স্বামী- অচিন্ত্য রবি দাস, মৌজা- চন্দননগর, সীট নং.-২, জে. এল.- ০১, থানা - চন্দননগর, হাল দাগ ২৭৮ ও হাল দাগ ২৭৯ ভুক্ত সম্পত্তি যাহা সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী দিলীপ কুমার দাসগুপ্ত, পিতা - ফনীভূষণ দাসগুপ্ত - এর নিকট হইতে চুঁচুড়া ডি.এস. আর.- ১ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল নং যথাক্রমে ০৫০৬৪/২০২৬ ও ০৩৬৫৪/২০২৬ মূলে খরিদ করেন যাহা ঐ দলিলের বিক্রেতা শ্রী দিলীপ কুমার দাসগুপ্ত, পিতা- ফনীভূষণ দাসগুপ্ত ১১/০৭/২০২৫ তারিখে চুঁচুড়া ডি.এস. আর.-১ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০৬০১/২০২৫ নং ভ্যলুমে ১২৫৯৭৪ হইতে ১২৫৯৮৫ পাতায় লিপিবদ্ধ ০৬৪৩২/২০২৫ নং দলিল মূলে আমমোক্তার নামা হিসাবে ১) শ্রী সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা - শ্রী ঠাকুর চাঁদ মন্ডল ও ২) শ্রী মনোতোষ সরকার, পিতা - শ্রী পরিতোষ সরকার মহাশয়গণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপণের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে।

সৌম্যদীপ সরকার (অ্যাডভোকেট)
Hooghly District Judges' court

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।
২০২৪ সালের এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং -৭

দরখাস্তকারী: নাবালক শীর্ষ দাস, পিতা - প্রয়াত রঞ্জন দাস পক্ষে স্বাভাবিক গার্জেন মাতা ও স্বয়ং: ঝুমা দাস, স্বামী প্রয়াত রঞ্জন দাস, সাং - শিবপুর প্রথম লেন, এল.বি. এস. মার্গ, থানা - মগরা, জেলা হুগলী।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মৃত **রঞ্জন দাসের** শিবপুর বাঁশবেড়িয়া শাখার পোস্ট অফিস ৯৫৬৫.৩০/- ও জীবন সরল, এল.আই.সি. পলিশী বাবদ ৬২,৫০০৲ টাকা যাহা গচ্ছিত আছে তাহা পাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত আদালতে এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞাপন প্রচারের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত আইনজীবী দ্বারা উক্ত আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা উক্ত কেসের আইনানুগ একতরফা রায় হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী অশোক কুমার ব্যানার্জী, আইনজীবী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার,সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) দ্বিতীয় আদালত চুঁচুড়া
২০২১ সালের ২৯০ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

১ (এ) সাধনা চট্টোপাধ্যায় দীং স্বামী- প্রয়াত দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় গ্রাম ও পোঃ- রামেশ্বরপুর, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৫২।

...বাদীগণ

-বনাম-

৮। বিন্দুকর মালাকার, স্বামী- রতন মালাকার, পিতা-প্রয়াত মাণিক চন্দ্র মালাকার ওরফে কর গ্রাম- পলাশী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৬।

৯। কাকলী দাস, স্বামী-রাজা দাস, পিতা-প্রয়াত মাণিকচন্দ্র মালাকার ওরফে কর, গ্রাম ও পোঃ- মেমারী, (পুলিশ থানার সন্নিকটে) থানা- মেমারী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান।

... বিবাদীগণ

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে- উপরোক্ত বাদীপক্ষগণ উপরোক্ত আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত মতে স্বত্ব প্রচার বিভাগ বণ্টন এবং অন্যান্য প্রতিকারের প্রার্থনায় উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আপনারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আপনাদের অসাক্ষাতে একতরফা শুনানী হইয়া নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

জেলা- হুগলী, থানা-পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত, মৌজা- রামেশ্বরপুর, জে.এল নম্বর- ৮৭, আর.এস দাগ নম্বর- ৪৫০ এল. আর. দাগ নং- ৪৫০৮, এল.আর. খতিয়ান নম্বর- ৫০, ৮৫১, ভিটি পরিমান- ১২ শতক।

বাদীপক্ষের উকিলবাবু
দেবাশিস চক্রবর্ত্তী

By order of the court
Sheristadar
Jyotirmoy Sarkar
Civil Judge. (Sr. Divn.)
1st/2nd /Addl. Court,
Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, বাঁশবেড়িয়া সরকারী পল্লী নিবাসী **শ্রীমতী মলিনা সিংহ,** স্বামী রমেন সিংহ মহাশয়া বিগত ইং ১১/০৬/২০২৫ তারিখে A.D.S.R. চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৭৩৮৮/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী রাজু গুপ্তা,** পিতা মতিচাঁদ গুপ্তা, সাকিম শিবপুর হাজরাপাড়া, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তপশীল– জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাঁশবেড়িয়া, জে.এল. নং ৫৩, হাল এল.আর. ৫০৭৯ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ২৪৬৩ ও হাল এল.আর ৪৩৭৮ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০২৪ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল মিঠাপুকুর ত্রিশবিঘা নিবাসী **শ্রীমতী বেবী দেবী সাউ,** পিতা কাশী নাথ সাউ মহাশয়াকে উক্ত ০.০২৪ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিগত ইং ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে D.S.R.-I, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I–০৩০৯৭/২০২৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী বেবী দেবী সাউ** তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন বা নাম খারিজ করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জজ, সদর হুগলী, চুঁচুড়া
রেফাঃ Act-VIII নং- ৬০/২০২৩
শ্রী বৃন্দাবন হাজরা .... দরখাস্তকারী
বনাম
শ্রীমতী পূজা হাজরা .... অপরপক্ষ

দরখাস্তকারী :- শ্রী বৃন্দাবন হাজরা, পিতা- শ্রী প্রভাত কুমার হাজরা, সাং- ডুমুরদহ চণ্ডীতলা, পোঃ- ডুমুরদহ, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১১৫।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে ও মোকাবিলা অপরপক্ষকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী একটি গার্জেন এ্যান্ড ওয়ার্ডস এ্যাক্ট এর মামলা আনয়ন করিয়াছেন যাহার নম্বর ৬০/২৩ যাহা লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জজ্ হুগলী সদর কোর্টে পেন্ডিং রহিয়াছে। উক্ত মামলায় মোকাবিলা অপরপক্ষ **শ্রীমতী পূজা হাজরা,** স্বামী-শ্রী বৃন্দাবন হাজরা, পিতা- অনিল হাজরা, সাং- ইসাবপুর, পোঃ- সুলতানপুর, থানা- কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৬ এর উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তি জারী মারফৎ জানানো যাইতেছে যে, উক্ত মোকাবিলা অপরপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আসিয়া নিজ অথবা উপদেশ প্রাপ্ত উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইয়া বক্তব্য দাখিল করিবেন অন্যথায় মোকাবিলা অপরপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফা মামলা হইয়া ডিক্রী জারী হইবে।

বাদী পক্ষের উকিল বাবু
স্বা/- শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য্য, উকিল বাবু

শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী,সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জজ, হুগলী সদর
Chief Administrative Officer
District Judge's Court Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, বাঁশবেড়িয়া পি.সি.নন্দন রোড নিবাসী **শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ,** পিতা মৃত সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিগত ইং ১৩/১২/২০২২ তারিখে A.D.S.R., চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৭৮৮৫/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী অজয় কুমার ঘোষ,** পিতা মৃত অসীম কুমার ঘোষ, সাকিম বাঁশবেড়িয়া সরকারী পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, পিন ৭১২৫০২, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তপশীল– জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাঁশবেড়িয়া, জে.এল. নং ৫৩, হাল এল.আর. ২৯৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. ১৮৬৮ ও হাল এল.আর ২৭৯৭ নং দাগে ভিটি জমি ০.০২৫ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বাঁশবেড়িয়া নিউ লাইন নিবাসী **শ্রী অশোক কুমার সাহ,** পিতা কালীচরন সাহ মহাশয়কে উক্ত ০.০২৫ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিগত ইং ০১/১০/২০২৪ তারিখে A.D.S.R., চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১১৭৩০/২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা অশোক কুমার সাহ, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন বা নাম খারিজ করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

জেলা হুগলীর প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত, হুগলী সদর
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ৫৫/২০২২

বাদীপক্ষ :- ১। শ্রীমতী সুপ্রিয়া বিশ্বাস(ঢালী) বয়স - ২৬ বৎসর স্বামী - শ্রী সৌরভ বিশ্বাস পিতা - শ্রী জগন্নাথ ঢালী, সাং- গ্রাঃ বেড়েলা, দেবপুকুর পাড় আবাদপাড়া, পোঃ- বেড়েলা, থানা- পাড়ুয়া, জেলা- হুগলী, পিন – ৭১২ ১৩৪। হাল সাং - হর্ষ বিহার মন্ডোলি জেল কমপ্লেকসান, মান্ডোলি জেল গেট নং ২১৩ (এম) বি এন নিয়ার হর্ষ বিহার, পিন - ১১০০১৩, নিউ দিল্লী। ২। **শ্রী জগন্নাথ ঢালী** বয়স - ৫১ বৎসর পিতা - সনাতন ঢালী সাং- গ্রাঃ বেড়েলা, দেব পুকুর পাড়, আবাদপাড়া, পোঃ- বেড়েলা, থানা - পাড়ুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৩৪।

বিবাদীপক্ষ :- ১। শ্রী সৌরভ বিশ্বাস, পিতা - শ্রী কার্ত্তিক বিশ্বাস ২। **শ্রী কার্ত্তিক বিশ্বাস,** পিতা - নিরঞ্জন বিশ্বাস উভয়ের সাং - কল্যানশ্রী, পোঃ- পিন্ডিরা, থানা-বলাগড়, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৪৬।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিবাদীপক্ষকে জানান যাইতেছে যে, বাদীগণ আপনাদের বিরুদ্ধে ৮,০০,০০০৲ আটলক্ষ টাকা দাবী করে তৎসহ চার্জ বাবদ ১০০৲ টাকা এবং চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাবদ ১০০৲ টাকার তায়দাদে অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। অতএব মহাশয় আপনাদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফত অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া কনটেস্ট করিবেন অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে অত্র মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানি হইবে।

Schedule Property

District & District Sub Registry Office Hooghly, Mouza- Kalyanshri, P.S.-Balagarh, J.L. no.55, L.R. Khatian no. 518, 544, L.R. Plot no. 53, Area .03 acre, Pukur (in L.R. Khatian no. 518 area .02 acre and in L.R. Khatian no. 544 area .02 acre).

বাদীপক্ষের তরফ উকিলবাবু
শ্রী রঞ্জন পাল

আদালতের অনুমত্যানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জাহানারা বিবি দপ্তরী, স্বামী কুরবান দপ্তরী বিগত ইংরাজি ২০২৬ সালে এ.ডি.এস.আর ডায়মন্ড হারবার সাবরেজিস্ট্রিকৃত ০৪৮৮০ নং কোবালা দলিল মূলে কামারুল পালোয়ান ও সেরিনা বেওয়া নিকট হইতে জেলা - দঃ ২৪ পরগানা, থানা-পারুলিয়া কোস্টাল, মৌজা, কামারপোল, জে.এল. - ৭৩, এল. আর. জরিপে ৭১ নং খতিয়ানে ১১১৫ নং দাগে শালি ৩১ শতক নাম পরিবর্তনের জন্য বি.এল.এন্ড এল.আর.ও. ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লকে আবেদন করি, যাহা কামারুল পালোয়ান ও সেরিনা বেওয়া বিগত ইংরাজি ২০২৩ সালে ১৬ই মে তারিখে ডায়মন্ড হারবার সাবরেজিস্ট্রি অফিস হইতে রেজিস্ট্রিকৃত ২৪৬৮ নং কোবালা দলিল দ্বারা তাপস বসু, সরমা বসু, আদিতি ভঞ্জ, রমি ঘোষ, প্রবীর বসু মহাশয়/ মহাশয়াগনের নিকট হইতে খরিদা সুত্রে প্রাপ্ত হন। উক্ত কোবালা দলিলে তাপস বসু, সরমা বসু, আদিতি ভঞ্জ, রমি ঘোষ পক্ষে সাবরেজিস্ট্রি আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 12/02/90 তারিখে অমোক্তারনামা দলিলে নিযুক্ত অমোক্তার প্রবীর কুমার বসু সাক্ষর করেন। উক্ত জমি মিউটেশান সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার-২ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে আধিকারিক মহাশয়ের নিকট আপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৮২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, **মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।**

যাদবপুরে পিএইচডি-দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের দাবিতে চিঠি

অশোক সেনগুপ্ত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এবার সিবিআই তদন্ত দাবি করল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)। সংগঠনের তরফে উপাচার্যকে উদ্দেশ করে এই মর্মে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক অভিজিৎ ভাওয়াল এবং সম্পাদক অধ্যাপক ভাস্কর সর্দারের সই করা এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আর এন রবি এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও চিঠিতে লেখা হয়েছে, বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলে প্রচারিত একটি অডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পিএইচডি প্রোগ্রামে অনুষ্টুপ চক্রবর্তীর ভর্তির বিষয়টি সহজতর করার একটি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। মেধাতালিকায় তাঁর অবস্থান ২৩তম হওয়া সত্ত্বেও, তাকে শীর্ষ তিনজন প্রার্থীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।

আরও একটি গভীর উদ্বেগের বিষয় হল, ওই অডিও কথোপকথনে সিপিএম নেতা অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায়ের নাম বারবার উঠে এসেছে, পরবর্তীকালে জানা গিয়েছে যে তিনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (জুটা) সভাপতি।

অডিও রেকর্ডিংয়ের বিষয়বস্তু যদি সত্য হয় এবং সংশ্লিষ্ট কথোপকথনগুলোকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, তবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ভর্তি প্রক্রিয়ার সততা ও স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগের সৃষ্টি করে। ভর্তি প্রক্রিয়াকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত বা কারচুপি করার যে কোনও প্রচেষ্টা কেবল মেধা ও নিরপেক্ষতার নীতিকেই ক্ষুণ্ণ করবে না, বরং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও শিক্ষাগত বিশ্বাসযোগ্যতাকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এবিআরএসএমের এক কর্মকর্তা মঙ্গলবার বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যদি অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তাহলে তার তদন্ত কোনও রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে গিয়ে হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গবেষণার সুযোগ, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অনিয়ম হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি উঠেছে।

উপাচার্যকে লেখা হয়েছে,'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে মেধা-ভিত্তিক পিএইচডি ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোনও ভাবে অনৈতিক পরিবর্তন, প্রভাব বিস্তার বা কারচুপির চেষ্টা করা হয়েছিল কি না, অনুষ্টুপ চক্রবর্তীকে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনও বিভাগ, স্কুল বা কর্মসূচিতে ভর্তি করা হয়েছিল কি না এবং যদি হয়ে থাকে, তবে কী ভিত্তি, মানদণ্ড ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়েছিল। অনুষ্টুপ চক্রবর্তীর ভর্তি প্রক্রিয়ায় অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায়ের কোনও ভূমিকা বা প্রভাব ছিল কি না এবং যদি থেকে থাকে, তবে সেই সম্পৃক্ততা বা প্রভাবের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি কী ছিল এবং এ তদন্তের মাধ্যমে কোনও ফৌজদারি, আর্থিক বা অন্য কোনও বেআইনি কার্যকলাপের বিষয় উঠে আসে কি না এবং যদি হয় আসে, তবে আইনের আওতায় কী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভিযোগগুলোর গুরুত্ব এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সততা ও সুনামের ওপর এগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করে, আমরা আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যেন কোনও ব্যক্তিকে আড়াল না-করে কিংবা কাউকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে লক্ষ্যবস্তু না-বানিয়ে, একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের লক্ষ্যে অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে যথাযথ ও প্রাপ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং স্বচ্ছতা, মেধা, ন্যায্যতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সততা সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

বেহাল দশায় পরিণত পানপুর নন্দলাল ঘোষ বিটি কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেহাল দশায় পরিণত জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ পানপুর নন্দলাল ঘোষ বিটি কলেজ। রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নত পরিকাঠামোর অভাবে ১৯৬৮ সালে গড়ে ওঠা এই কলেজটির আজ এই করুণ দশা। অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের জন্য নেই মহিলা শৌচালয়। নেই ক্যান্টিন। স্মার্ট ক্লাসেরও ব্যবস্থা নেই। এমনকি শ্রেণিকক্ষে বিষধর সাপের উপদ্রবে আতঙ্কে থাকতে হয় পড়ুয়াদের। কলেজের অধ্যক্ষ কল্যাণী সাহু জানান, বহু প্রাচীন এই কলেজে পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এখানে অশিক্ষক কর্মচারী নেই। স্মার্ট ক্লাস চালু করা যায়নি। মহিলা শৌচালয় নেই। এখনও ই-টেন্ডার চালু হয়নি। রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো হয়ে গিয়েছে।

তাঁর দাবি, কলেজের চারপাশ ঘেরার দরকার। তাছাড়া চারদিকে আগাছার জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। সেগুলো সাফাই করতে হবে। কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, গত ১৫ বছরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অতি প্রাচীন এই বিটি কলেজ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের পাশাপাশি বেহাল কলেজের হাল ফেরানো হবে।

আইজিএনআইটিইর সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইজিএনআইটিই শনিবার কলকাতায় তার স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সেমিনার ২০২৬ এর আয়োজন করেছে, ৬০০টিরও বেশি প্রযুক্তিবিদকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং একটি দক্ষ, ভবিষ্যত-প্রস্তুত কর্মী বাহিনীকে উন্নীত করছে। প্রোগ্রামটি শিল্পের নেতা, স্থপতি, ডিজাইনার, ছাত্র এবং বৈদ্যুতিক, অটোমেশন এবং প্রযুক্তি খাতের পেশাদারদের একত্রিত করেছে। সিগনিফাই, ফিলিপস, এবং বাজাজ ইলেকট্রিক্যালসের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। একটি শিল্প সেমিনার, প্রদর্শনী এবং কর্মশালা জ্ঞান-আদান-প্রদান এবং সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে। ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং, ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত ল্যান্ডস্কেপিং, পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যের কাঠামোর পুনরুদ্ধার এবং শিল্প বৃদ্ধির জন্য এআই-এর সাথে পাওয়ার অটোমেশনের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর মূল আলোচনা।

শিল্পপণ্যের পরিবহণে জোর, আদ্রা-জয়চণ্ডী পাহাড়ে ২৭২ কোটির বাইপাস প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা-জয়চণ্ডী পাহাড় বিভাগে রেলপথে পণ্য পরিবহণের চাপ সামলাতে ২৭২ কোটি টাকা প্রকল্পের অনুমোদন দিল ভারতীয় রেল। ওই বিভাগের আদ্রা-জয়চণ্ডী পাহাডড়ের মধ্যে ১১ কিলোমিটার দীর্ঘ বাইপাস লাইন তৈরি করবে রেল। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এই প্রকল্পে আদ্রার দিক থেকে জয়চণ্ডী পাহাড়ের মধ্যে নতুন সংযোগ তৈরি হবে। যার দরুন পণ্যবাহী ট্রেনের জন্য আলাদা পথ তৈরি করা এবং নতুন তৃতীয় লাইনের সঙ্গে দু'দিকেই ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

রেলের হিসাব অনুযায়ী, নতুন বাইপাস চালু হলে প্রতিদিন প্রায় ৬.০৬৫টি অতিরিক্ত পণ্যবাহী রেক চলাচলের সুযোগ তৈরি হবে। শিল্পাঞ্চলে পণ্য পরিবহণের চাহিদা বাড়ার কথা মাথায় রেখেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর বছরে ২৩.৪০ মিলিয়ন টন লোহার আকরিকের চাহিদা এবং ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের দিনে ৪৫টি রেক চলাচলের সম্ভাবনাকে প্রকল্পের পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে।

আদ্রা-জয়চণ্ডী পাহাড়-সাঁকা অংশে বর্তমানে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা আছে। বিভিন্ন জায়গায় একই স্তরে রাস্তা ও রেললাইন পারাপারের কারণে ট্রেনকে অপেক্ষা করতে হয়। পণ্যবাহী ট্রেনের গতি কমে যায়, অন্য ট্রেনের চলাচলেও তার প্রভাব পড়ে। রেলের তথ্য বলছে, সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কের ব্যবহার বর্তমানে প্রায় ৭১ শতাংশ।তবে এই নতুন বাইপাস তৈরি হলে এই ধরনের রাস্তা পারাপারের সংঘাত অনেকটাই কমবে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে নৈহাটি পুরসভায় বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বকেয়া বেতনের দাবিতে সাফাইকর্মীদের তুমুল বিক্ষোভ নৈহাটি পুরসভায়। মঙ্গলবার নৈহাটি পুরসভায় এক্সিকিউটিভ অফিসারের ঘরের সামনে বসে পড়ে দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ দেখালেন সাফাইকর্মীরা। অবিলম্বে বকেয়া বেতন না-মিললে কর্মবিরতি চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারি দিলেন বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভে যোগ দিয়ে সাফাইকর্মী মহেশ বাসফোর বলেন, দু'মাসের বেতন বকেয়া হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁরা জঞ্জাল সাফাই বন্ধ রেখেছেন। তাঁর দাবি, অবিলম্বে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে হবে। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট দিনে বেতন দিতে হবে। পাশাপাশি দৈনিক মজুরিও বাড়াতে হবে। মহেশের সাফ বক্তব্য, তাঁরা পরিষেবা দিতে চান। কিন্তু অর্ধাহার কিংবা অনাহারে থেকে তাদের পক্ষে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। আরেক সাফাই কর্মী আনন্দ কুমার বাসফোরের অভিযোগ, বেতনের দাবিতে তাঁরা পরিষেবা বন্ধ রেখেছেন। এই সুযোগে পুর আধিকারিকরা বাইরে থেকে লোক এনে সাফাইয়ের কাজ করাচ্ছেন। এটা ঠিক নয়। প্রসঙ্গত, ৩১টি বিশিষ্ট নৈহাটি পুরসভার গত এক সপ্তাহ যাবৎ সাফাই অভিযান বন্ধ। রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তূপ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩, বুধবার

প্রেসিডেন্সি জেল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী, কর্তৃপক্ষকে কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি জঙ্গি আফতাব আনসারির সেল থেকে আইফোন, রাউটার-সহ একাধিক ইলেকট্রনিক সামগ্রী উদ্ধারের পর জেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ২৩ অগস্টের সেই তল্লাশিতে মোবাইল ও অন্যান্য গ্যাজেট উদ্ধারের কয়েক দিন পর মঙ্গলবার আচমকা প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার পরিদর্শন করতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জেলের ভিতরে বেআইনি মোবাইল ব্যবহার এবং বন্দিদের অপরাধমূলক যোগাযোগ নিয়ে এদিন কারা কর্তাদের কড়া বার্তা দেন তিনি।

কারা দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, গোয়েন্দাদের কাছে আগে থেকেই আফতাবের জেল থেকে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খবর ছিল। সেই সূত্রে ২৩ অগস্ট প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বিশেষ তল্লাশি চালানো হয়। আফতাবের সেল থেকে দু'টি মোবাইল, একটি আইফোন, দু'টি রাউটার, কার্ড রিডার, ওটিজি অ্যাডাপ্টার, একাধিক ওটিজি কেবল এবং ৩১ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার হয়।

আফতাব আনসারি ২০০১ সালে খাদিম কর্তা অপহরণ এবং ২০০২ সালে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলার ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত। তার সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ নিয়েও অতীতে একাধিক তদন্ত হয়েছে। ফলে এমন এক বন্দির কাছে জেলের ভিতরে একাধিক যোগাযোগের যন্ত্র পৌঁছনোর ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁক নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

আর সেই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে জেলের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। ঋষি অরবিন্দের সেল পরিদর্শনের পাশাপাশি একটি মন্দিরে আরতিও করেন তিনি। কয়েক জন বন্দির সঙ্গে কথা বলেন। পরে কারা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। সেখানেই জেলের ভিতরে সমস্ত বেআইনি কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রেসিডেন্সি জেলে হিউজ মোবাইল ফোন ইউজ করা হচ্ছে ইনক্লুডিং স্মার্টফোন এবং এর সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষ নটোরিয়াস ক্রিমিনাল তাদের একটা বড় নেক্সাস হয়েছিল। গোটা রাজ্যের অপরাধীরা জেলের মধ্যেও তাদের অপরাধী নেটওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের যত সংশোধনাগার আছে, জেল আছে, সেখানকার জেল কর্তৃপক্ষকে এবং আসামিদেরকে যারা সাপ্লাই করছেন এইসব ফোন বা ইত্যাদি, তাদেরকে কশাস করতে চাই, যে এই এই জিনিস আজকে এই মুহূর্ত থেকে,২ পিএম থেকে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ। যদিও এই ঘটনায় আফতাবের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে জেল কর্তৃপক্ষ।

২৩ তারিখের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার হওয়া রাউটার এবং অন্যান্য ডিভাইস কী ভাবে ব্যবহার করা হত, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে বলেই জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। এখন তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে আফতাবের সঙ্গে কারা যোগাযোগ রাখত এবং কত দিন ধরে তার কাছে ওই যন্ত্রগুলি ছিল। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় কারা দপ্তরের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন।

‘আমার সমালোচনা মাথা পেতে নেব, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করবেন না’

সংবাদমাধ্যমকে আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সমালোচনার অধিকার নিয়ে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নবান্নে এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, তাঁর, তাঁর দলের বা তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা সংবাদমাধ্যম করতেই পারে, তিনি তা মাথা পেতে নেবেন। তবে রাষ্ট্র এবং দেশপ্রেমের প্রশ্নে সংবাদমাধ্যমকে যথেষ্ট সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে অন্য কারোর ধর্মীয় আস্থা ও ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে, এমন ভাষা ব্যবহার না করার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন রাজ্যের সকল সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা, বোনাস এবং অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন সংক্রান্ত একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে। কেউ পক্ষে থাকবেন, কেউ বিপক্ষে। কিন্তু ভোটের বাইরে রাজ্যের স্বার্থে সবাইকে কাজ করার কথা বলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এই জায়গায় সংবাদমাধ্যমেরও দায়িত্ব রয়েছে।

দেশ ও রাষ্ট্রের প্রশ্নে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দু'টি ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা চাইব, দৃষ্টিভঙ্গিতে একটু কঠোরতা চাইব। রাষ্ট্রের প্রশ্নে, দেশপ্রেমের প্রশ্নে আপনারা সবাই কঠোর নীতি নিয়ে চলবেন। কারণ আমরা সবাই মনে করি নেশন ফার্স্ট। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ভূমিকা, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা সকলে আমরা সবাই জানি। দেশ দুর্বল হোক, দেশে অস্থিরতা তৈরি হোক, এমন কোনও কাজ আমরা করব না। এটুকু আমি আপনাদের কাছ থেকে আশা করব।’

মঙ্গলবার তিনি তাঁর নিজের বা দলের সমালোচনার ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি নেই বলেও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমার সমালোচনা করবেন, আমার দলের করবেন, আমার বক্তব্যের করবেন, মাথা পেতে নেব, তার জন্য কোনও প্রতিশোধ নেওয়ার কোনও মানসিকতা আমার থাকবে না। কিন্তু দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে আপনারা সবাই কঠোরতা নিয়ে চলবেন, এটুকু আমি বলব।’

মঙ্গলবার সংবিধান প্রদত্ত বাকস্বাধীনতার প্রসঙ্গ টেনে ধর্মীয় সংবেদনশীলতার বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এমন কিছু ভাষা প্রয়োগ করব না, যাতে কোনও ধর্মীয় আস্থায় আঘাত পড়ে। আমরাও করব না, আর সংবাদমাধ্যম করবে না, এটা আশা করি।’এদিন রাজ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে সরকারের নীতির কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকারের তরফে কিছু বিধি রয়েছে। তবে কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আস্থা পালনে বাধা দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এগুলো আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বেধে দিয়েছি। কিন্তুআস্থা পালনে কাউকে বাধা দিয়েছি, এমন কোনও উদাহরণ, কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পাবেন না।’ এছাড়াও দেশপ্রেম এবং ধর্মীয় বিশ্বাস, দুই ক্ষেত্রেই বক্তব্য রাখার সময় শধচয়ন নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘দেশপ্রেম, ধর্মীয় আস্থার ক্ষেত্রে এমন কোনও শধ-বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়, যাতে দেশ দুর্বল হবে, ধর্মীয় আস্থায় আঘাত আসবে।’।

মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘আমার সঙ্গে কেউ যদি দেখা করতে চান, কোনও গঠনমূলক প্রস্তাব দিতে চান, সিএমওতে সময় নিন, আমি সময় নিয়ে দেখা করব। মুখ্যসচিব রাত ১০টা অবধি নবান্নে থাকেন, তিনিও সময় দেবেন। যদি কেউ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবের মাধ্যমে আমাদের কোনও প্রস্তাব দিতে চান, তাহলে তিনি নবান্নে ও নন্দনের পাশে তথ্যকেন্দ্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। অবশ্যই তিনি দেখা করবেন।’

শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজিরা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরা দেওয়ার প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে থানা থেকে বেরিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

থানা থেকে বেরিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘ওঁদের যা ক্ষমতা আছে করুক।’ এর পাশাপাশি অভিষেক এও জানান, ক্যামাক স্ট্রিটের পার্টি অফিস নিয়ে যে তৎপরতা দেখা গিয়েছে তা একমাস আগে বিজেপি সরকার দেখালে তারাপীঠের হোটেল বা মীর্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটত না। এতগুলো প্রাণ খোয়াতে হত না। একইসঙ্গে ভোটের আগে আলিপুর প্রশাসনিক ভবনের আগুন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক।

বৃহস্পতিবার ক্যামাক স্ট্রিটে কোনও শ্লীলতাহানি হয়নি বলে দাবি করেন অভিষেক। পাশাপাশি তিনি জানান, সেদিন তৃণমূলের কর্মীদের সিঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হেপাজতেও তাঁদের হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘ভয় পাচ্ছে, রাজনৈতিকভাবে লড়তে পারছে না। তাই এসব করছে।’

এদিকে, এই মামলায় নাম থাকা অন্য অভিযুক্তদের ওপরও পুলিশি তৎপরতা তুঙ্গে। ডেরেক ও'ব্রায়েনকে সোমবার দুপুর ১২টায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি থানায় যাননি। আইনজীবীর মাধ্যমে ইমেল পাঠিয়ে তিনি তাঁর অক্ষমতার কথা জানান। পুলিশ তাঁকে ছাড়েনি, আগামী বৃহস্পতিবার হাজিরার জন্য দ্বিতীয় নোটিস পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে বুধবার থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০২৩ রামনবমীর অশান্তি মামলায় প্রথম চার্জশিট পেশ এনআইএ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় রক্তক্ষয়ী গোষ্ঠীসংঘর্ষ ও গোলমালের ঘটনায় অবশেষে প্রথম চার্জশিট পেশ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। কলকাতার বিচার ভবনে অবস্থিত বিশেষ এনআইএ আদালতে জমা দেওয়া এই চার্জশিটে ৯ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।

এনআইএ সূত্রের খবর, পেশ করা মূল চার্জশিটটি মোট ৩৩ পাতার। তদন্তপ্রক্রিয়া চলাকালীন সংগ্রহ করা যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ এবং ৫২ জন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি জমায়েত (ধারা ১৪৩), দাঙ্গা ও অশান্তি ছড়ানো (ধারা ১৪৭), হিংসাত্মক কাজের ষড়যন্ত্র (ধারা ১৪৯), উসকানিমূলক কাজ (ধারা ১৫২), সরকারি কর্মচারীর কাজের অধিকার লঙ্ঘন ও বাধা প্রদান (ধারা ১৮৬), সাধারণ মানুষকে আঘাত (ধারা ৩২৩) এবং কর্তব্যরত সরকারি আধিকারিককে মারধর করা (ধারা ৩৩২)।

নিম্নচাপের থাবায় বানভাসি দক্ষিণবঙ্গ, ভাসবে উত্তরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার রাত থেকেই একটানা মুষলধারে বৃষ্টিতে জলমগ্ন তিলোত্তমা। মঙ্গলবার সকালেও সেই ধারার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত সুস্পষ্ট নিম্নচাপের জেরে কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে ভারী বর্ষণ। নিম্নচাপের দাপটে সোমবার রাতভর বৃষ্টির পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই শহরের রাজপথ থেকে অলিগলি সর্বত্রই থইথই জল। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, এখনই মিলবে না নিস্তার, বুধবারও শহর জুড়ে জারি থাকতে পারে এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, এবার উত্তরের তুলনায় দক্ষিণ কলকাতায় বৃষ্টির প্রকোপ অনেকটাই বেশি। রাজপথ থেকে পাড়ার গলি জল জমে নরকযন্ত্রণা তৈরি হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার বড় এক বিস্তীর্ণ অংশে। গড়িয়াহাট, যাদবপুর, বেহালা এলাকায় রাতভর মুষলধারে বৃষ্টির পর সকাল হতেই দৃশ্যটা ছিল আতঙ্কের। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে সিঁথিতেও বৃষ্টি হয়েছে, তবে জমা জলের নিরিখে দক্ষিণ কলকাতাই এগিয়ে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন উত্তর উপকূল ওড়িশা এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অবস্থান করছিল। সেটি ক্রমশ পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায়। আর তারই জেরে বুধবারও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

সরকারি ফাইলে অস্পষ্ট সই নয়, আধিকারিকের নাম-সহ সিল বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়াতে নতুন নির্দেশ জারি করল রাজ্য সরকার। এবার থেকে সব সরকারি ফাইল ও চিঠিপত্রে স্বাক্ষরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের পূর্ণ নাম ও পদবিযুক্ত সিল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হল। সোমবার কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অনুপ আগরওয়াল এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। ১ সেপ্টেম্বর থেকেই তা কার্যকর হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এতদিন বহু সরকারি নথিতে শুধু স্বাক্ষর থাকত। কিন্তু সেই স্বাক্ষর এতটাই অস্পষ্ট হতো যে, কে সই করেছেন তা চিহ্নিত করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হতো না। এর ফলে দায়িত্ব নির্ধারণে জটিলতা তৈরি হতো এবং অনেক ক্ষেত্রে জবাবদিহি এড়ানোর সুযোগ থাকত।

নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি সরকারি ফাইল ও চিঠিতে স্বাক্ষরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের পূর্ণ নাম ও পদবিসহ সিল ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে নথির প্রামাণ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কোন আধিকারিক কোন ফাইলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা সহজেই চিহ্নিত করা যাবে বলে প্রশাসনের দাবি।

এই নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত দপ্তর, বিভাগ, জেলা শাসক এবং ডিভিশনাল কমিশনারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশা, নতুন ব্যবস্থা সরকারি কাজের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আরও বাড়াবে।

যাদবপুরের ভিসি ও সিপিকে তলব

■ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের চরম বিশৃঙ্খলা ও ছাত্র হেনস্থার ঘটনায় কঠোর অবস্থান নিল জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন। ক্যাম্পাসের এক গবেষক-ছাত্রকে ‘দলিত’ পরিচয়ের কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে এবার নড়েচড়ে বসল কমিশন। এই ঘটনায় উপাচার্য অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং পুলিশ কমিশনারকে সরাসরি নোটিস পাঠাল জাতীয় কমিশন।

আধুনিক ট্রাম নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আলোচনা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম পরিষেবাকে নতুন করে তৈরি করতে নতুন করে পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। ইতিমধ্যেই রেলের নিজস্ব সংস্থা ‘রাইটস’কে সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের মধ্যে মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং।

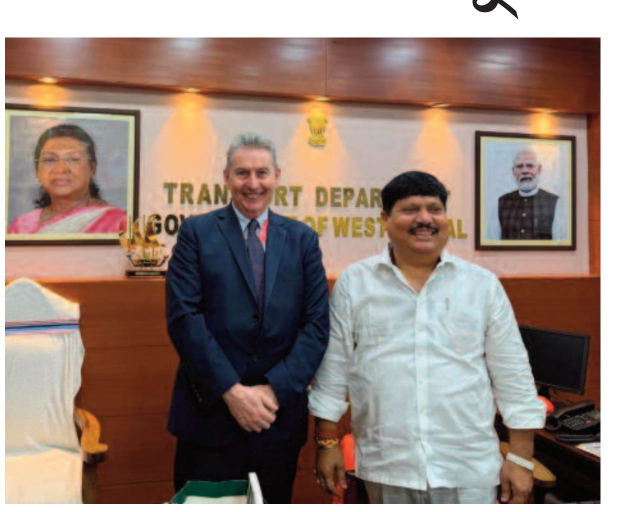

সোমবার পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের দপ্তরে কলকাতায় নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল বার্নার্ড লিঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে শহরের পরিবহণ পরিকাঠামো, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিদেশি সংস্থার অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা হয়। মঙ্গলবার দিনের বৈঠকে কলকাতার ট্রাম পরিষেবার ভবিষ্যৎ নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, ট্রাম পরিষেবাকে কী ভাবে নতুন করে চালু করা যায়, নতুন উন্নত আধুনিক ট্রাম শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কি ভাবে চালান যায়, তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা রাইটস ইতিমধ্যেই সমীক্ষা করছে। সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই মন্ত্রী জানান।

এদিনের বৈঠকে ট্রাম ছাড়াও রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। রাজ্যের সড়ক ও গণপরিবহণ পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবার মন্ত্রী তাঁর অস্ট্রেলিয়া সফরের অভিজ্ঞতার কথা জানান। সে দেশের বিভিন্ন শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সেখানকার কিছু ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ পরিবহণ পরিকল্পনায় কাজে লাগানো যায় কি না, তা নিয়েও এদিন আলোচনা হয়।

কলকাতার পরিবহণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে অস্ট্রেলিয়ার সংস্থাগুলির অংশ নেওয়ার বিষয়েও আগ্রহের কথা জানান বার্নার্ড লিঞ্চ। এই প্রসঙ্গে পরিবহণমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের নির্ধারিত নিয়ম মেনে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিদেশি সংস্থাও অংশ নিতে পারবে। এই প্রকল্পে আগ্রহী অস্ট্রেলীয় সংস্থাগুলিকে সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

মঙ্গলবারের বৈঠকের পরে মন্ত্রী জানান, ‘আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আধুনিক প্রযুক্তি ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমে কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত, আধুনিক ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।’ এই বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে ছিলেন সিনিয়র ইকোনমিক রিসার্চ অ্যান্ড ভিজিটস অফিসার অনঘা, কর্পোরেট সার্ভিসেস ম্যানেজার রাজীব ঘোষ এবং সিনিয়র রিসার্চ অ্যান্ড ভিজিটস অফিসার অ্যাঞ্জেলিনা নায়ার।

হাইকোর্টের তীব্র ভর্ৎসনা মমতার বিরুদ্ধে দায়ের জনস্বার্থ মামলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের ছাত্রনেতা শরিফ উসমান হাদিকে নিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। অহেতুক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার প্রবণতা নিয়ে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল আদালতকে। মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানির শুরুতেই মামলার উদ্দেশ্য ও চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানান, ইদানীং জনস্বার্থ মামলাকে একটি বিশেষ ‘হাতিয়ার’ বা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের হাদি প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্যকে ঘিরে চরম রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়। মমতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী চরম বিরক্তি প্রকাশ করে প্রশ্ন করেন, ‘যে যা কিছু বলবে, তাই কি আদালতকে শুনতে হবে? কেন এই আবেদনকে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে আদালত গ্রাহ্য করবে?’এদিন আদালতে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী অভ্রতনু সরকার সওয়াল করতে গিয়ে দাবি করেন, ‘প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য কোনও সাধারণ বিদ্বেষমূলক মন্তব্য বা ‘হেট স্পিচ’ নয়। এই মন্তব্যের সঙ্গে ভারতের জাতীয় সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও দেশীয় সার্বভৌমত্ব সরাসরি যুক্ত। এর প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে।’ অন্যদিকে, রাজ্য ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার। তিনি আদালতের সামনে তথ্য তুলে ধরে জানান, তদন্তে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যেখানে এই বক্তব্য রেখেছিলেন, সেখানে মামলাকারী নিজে উপস্থিত ছিলেন না। শুধু তাই নয়, ওই বক্তব্যের জেরে ঘটনাস্থল বা তার আশপাশে কোনও অপ্রীতিকর বা অপরাধমূলক ঘটনাও ঘটেনি।

এর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মামলাকারীর যুক্তিকে কাল্পনিক আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘মামলাকারীর দাবি, এই মন্তব্যের ফলে বাংলাদেশে হামলা হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাংলাদেশে কিছু ঘটলে ভারতের নিরাপত্তা কীভাবে বিঘ্নিত হবে?

সম্পাদকীয়

সরকারি দফতরে 'জনতার দরবার', প্রশাসনিক ফাঁকফোকর ভরাতে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেই আম জনতার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও সরাসরি তাদের অভাব, অভিযোগ শুনতে ক্ষ্মজনতার দরবারক্ষ্ম চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই দরবার গত তিন মাসেই দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসছেন সমস্যা নিয়ে, আর সমাধান নিয়ে ফিরছেন। এই ব্যবস্থায় খুশি আম জনতা। এই মডেলই এবার রাজ্যের সরকারি দফতরগুলিতে চালু করার পরিকল্পনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিঃসন্দেহে যা অভিনব পদক্ষেপ এবং এর ফলও হবে সুদূরপ্রসারী। কারণ, সরকার অনেক উদ্যোগ নিলেও সরকারি কর্মী ও দফতরগুলির গাফিলতিতে সে সব সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু তার দায় নিতে হয় সরকারকে। এই ব্যবস্থায় তা অনেকটাই দূর করা যাবে। সরকারি দফতরের কর্তারাও যদি সরাসরি জনতার মুখোমুখি হন, তাহলে প্রশাসনের অনেক ফাঁকফোকরও বেরিয়ে আসবে। যাতে আখেরে লাভ প্রশাসনেরই। আর সেই জায়গাটাতেই এবার ঘা মারতে চলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। পরিকল্পনা অনুযায়ী আপাতত সপ্তাহে দু'দিন সরকারি দপ্তরে 'জনতার দরবার' বসবে। সেখানে সরাসরি মানুষের অভিযোগ শুনবেন আধিকারিকরা। প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সরকারি আধিকারিকরা পূর্ব নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই মানুষের সঙ্গে সরাসরি দেখা করবেন। এই ব্যবস্থা শুধু নবান্ন বা শহরে সীমাবদ্ধ থাকবে না। জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, বিডিও, পুরসভার কমিশনার, পুলিশ আধিকারিক-সহ বিভিন্ন দপ্তরের ফিল্ড-লেভেলের আধিকারিকদেরও এর আওতায় আনা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে যাতে আধিকারিকরা মানুষের অভিযোগ শুনতে পারেন, সেজন্য ওই সময় বৈঠক, সরকারি সফর বা অন্য কর্মসূচি যথাসম্ভব না রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মোবাইল নম্বর ও মেল আইডি দপ্তরের দৃশ্যমান স্থানে এবং সরকারি ওয়েবসাইটে থাকবে। কোন দপ্তরে কোন দিন ও কোন সময়ে জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তাও আগাম নোটিস দিয়ে জানান হবে। অভিযোগ গ্রহণের পর কী পদক্ষেপ নেওয়া হল, তাও নথিভুক্ত করতে হবে 'আপনার সরকার আপনার পাশে' পোর্টালে।

শব্দছক ২৫৭

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. খবর ৩. নিষেধ ৫. বদ্রীনাথ ধামের পাশে এক পাহাড় ৬. খারিজ ৮. ছাগ বা মেষ ১০. লগ্ন-র কাব্যরূপ ১২. সঙ্গীতের এক রাগিনী ১৪. গোঁসা ১৫. ইংরাজীর ষষ্ঠ মাস ১৬. অপযশ ১৮. প্রকার ১৯. ফন্দি ২০. নতুন ২২. প্রচলন ২৩. বিয়ের পাত্রী ২৪. বক্তব্য পেশের পূর্বে ভদ্রতাপূর্বক নিবেদন

ওপর-নিচ: ১. গরম দুধের ওপরে জমতে থাকা স্তর ২. দাম ৪. নাচ ৫. নবাবসুলভ আচরণ ৭. বিষ্ণুপুরে দ্রষ্টব্য কামান ৮. পতন ৯. বারি ১১. গুণতি ১৩. লজ্জা পায় যে ১৬. খালে-বিলে মাছ শিকারী সাদা পক্ষী ১৭. বড় প্রাসাদের অংশে অংশে ভাগ ১৮. ধোপা ২১. অরণ্য ২২. গোপন দূত

সমাধান ২৫৬ — পাশাপাশি: ১. বান ৩. শকট ৬. দরজা ৮. মোম ৯. চিমটা ১০ জলদ ১২. সোম ১৩. ঢাল ১৪. রগচটা ১৬. পারদ ১৮. ছানি ১৯. মাগুর ২১. গারল ২২. নব

ওপর-নিচ: ১. বাদল ২. নর ৪. করাচি ৫. রাম ৭. জারুল ৮. মোটাসোটা ১০. জলপানি ১১. দরদস্তুর ১৫. চশমা ১৭. সরব ১৮. ছানা ১০. গুন

আজকের দিন

■ **১৯৪৫** — জাপান টোকিও উপসাগরে ইউএসএস মিসৌরিজাহাজে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান ঘটে ।

■ **১৯৪৬** — ভারতের স্বাধীনতা লাভের যাত্রাপথে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল।

জন্মদিন

স্বরূপানন্দ সরস্বতী

১৯২৪ *বিশিষ্ট ধর্মগুরু স্বরূপানন্দ সরস্বতীর জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনত্রী সোনমের জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইশান্ত শর্মার জন্মদিন।*

সাইবেরিয়ার ওমস্ক কারাগারে কি সত্যিই নেতাজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত? ইতিহাস, বিতর্ক ও রহস্য

বেবি চক্রবর্ত্তী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রহস্যগুলির একটি হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকু (বর্তমান তাইপেই) বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর সরকারি ব্যাখ্যা আজও বহু মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নিয়েছে নানা তত্ত্ব;কেউ বলেছেন তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, কেউ বলেছেন তিনি দীর্ঘদিন সাইবেরিয়ার কোনও কারাগারে বন্দি ছিলেন। আবার কেউ দাবি করেছেন তিনি ভারতে গোপন পরিচয়ে জীবন কাটিয়েছিলেন। এই বিতর্কিত তত্ত্বগুলির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত একটি দাবি হলো;স্বাধীন ভারতের প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নাকি সাইবেরিয়ার ওমস্ক কারাগারে বন্দি নেতাজিকে দেখেছিলেন। কিন্তু এই দাবির ভিত্তি কতটা শক্ত? ইতিহাস কী বলে? প্রমাণ কোথায়? এই প্রবন্ধে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কে ছিলেন?

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন জওহরলাল নেহরুর বোন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং স্বাধীন ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট কূটনীতিক। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম মহিলা সভাপতি এবং মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালও ছিলেন।সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর অবস্থান থেকেই পরবর্তীকালে নানা জল্পনার সূত্রপাত হয়।

ওমস্ক কারাগারের গল্প

বহু বছর ধরে একটি দাবি প্রচারিত হয়ে আসছে যে, স্ট্যালিনের নির্দেশে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে সাইবেরিয়ার ওমস্ক অঞ্চলের একটি কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি নাকি দরজার ছোট একটি ছিদ্র দিয়ে নেতাজিকে দেখেছিলেন। দাবি অনুযায়ী, নেতাজি তখন অসুস্থ, দুর্বল এবং অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। আরও বলা হয়, ভারতে ফিরে এসে তিনি ব্যক্তিগতভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর কাছে এমন একটি তথ্য রয়েছে, যা প্রকাশ পেলে স্বাধীনতার দিনের চেয়েও বড় আনন্দের সৃষ্টি হবে। এরপর নেহরুর অনুরোধে তিনি নাকি বিষয়টি প্রকাশ করেননি। এই কাহিনি বহু লেখায় উদ্ধৃত হলেও এর সমর্থনে কোনও সরকারি নথি বা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

এই দাবি কোথা থেকে এল?

প্রথমত, রামকৃষ্ণ মিশনের মস্কো শাখার এক সন্ন্যাসী ২০১৩ সালে দাবি করেন যে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সাইবেরিয়ার কারাগারে নেতাজিকে দেখেছিলেন এবং রুশ আর্কাইভে এ-সংক্রান্ত নথি ছিল। তবে তিনি এমন কোনও নথি প্রকাশ করতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন লেখক ও গবেষক এই ঘটনাকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বদলে মৌখিক সূত্র বা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবরণের ওপর নির্ভর করেছেন।

তৃতীয়ত, প্রাক্তন আরএসএস প্রধান কে. এস. সুদর্শনের একটি চিঠির উল্লেখ করে সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয় যে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দুজনেই নাকি রাশিয়ার কারাগারে নেতাজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু সেটিও ব্যক্তিগত দাবি; তার পক্ষে সরকারি দলিল উপস্থাপিত হয়নি।

ইতিহাসবিদদের অবস্থান

মূলধারার অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই দাবির পক্ষে এখনও কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের আত্মজীবনী, তাঁর প্রকাশিত চিঠিপত্র বা সরকারি নথিতে ওমস্ক সফর বা কারাগারে নেতাজির সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও নিশ্চিত উল্লেখ নেই। একইভাবে ভারত বা রাশিয়ার সরকারি আর্কাইভ থেকেও এমন কোনও প্রামাণ্য দলিল প্রকাশিত হয়নি যা এই ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

নেতাজি তদন্ত কমিশনগুলির পর্যবেক্ষণ

নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে শাহনওয়াজ কমিটি, খোসলা কমিশন এবং বিচারপতি মুখার্জি কমিশন তদন্ত করেছে। বিচারপতি মুখার্জি কমিশন বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সরকারি ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি যে নেতাজি নিশ্চিতভাবে সাইবেরিয়ার কারাগারে বন্দি ছিলেন অথবা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।অর্থাৎ তদন্তে এই দাবির নিশ্চিত সমর্থন মেলেনি।

ওমস্ক তত্ত্বের সমস্যা

(এই তত্ত্বের প্রধান দুর্বলতা হলো প্রমাণের অভাব)

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নিজের কোনও লিখিত সাক্ষ্য নেই। ভারত সরকারের প্রকাশিত নথিতে এর উল্লেখ নেই। রুশ সরকারের প্রকাশিত নথিতেও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। ওমস্ক সফরের সরকারি রেকর্ড পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীর যাচাইযোগ্য সাক্ষ্যও অনুপস্থিত। ইতিহাসচর্চায় কেবল মৌখিক বর্ণনা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নথি, চিঠি, সরকারি রেকর্ড বা সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য।

তাহলে রহস্য কেন বেঁচে আছে?

নেতাজির ব্যক্তিত্ব, তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান এবং বহু নথির দীর্ঘদিন গোপন থাকা মানুষের মনে প্রশ্ন তৈরি করেছে। সেই কারণেই নানা বিকল্প তত্ত্ব আজও আলোচিত হয়। যতদিন পর্যন্ত ভারত ও রাশিয়ার সমস্ত প্রাসঙ্গিক আর্কাইভ সম্পূর্ণভাবে গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত না হবে এবং নতুন নথি প্রকাশ না পাবে, ততদিন এই বিতর্ক পুরোপুরি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সাইবেরিয়ার ওমস্ক কারাগারে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন;এই দাবি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং বহু বছর ধরে আলোচিত। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে এটি এখনও একটি অপ্রমাণিত দাবি। এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য সরকারি নথি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা স্বীকৃত গবেষণালব্ধ তথ্য আজও প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং ইতিহাসের প্রতি দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি হল ;এই ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে নয়, বরং নেতাজির অন্তর্ধানকে ঘিরে প্রচলিত একটি বিতর্কিত তত্ত্ব হিসেবে দেখা। ভবিষ্যতে যদি নতুন নথি বা আর্কাইভ প্রকাশিত হয়, তাহলে ইতিহাসের এই অধ্যায় নতুনভাবে মূল্যায়িত হতে পারে। ততদিন পর্যন্ত ওমস্ক কারাগারে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কথিত সাক্ষাৎ ইতিহাসের এক অনির্ধারিত রহস্য হিসেবেই থেকে যাবে।

অন্ন-জল ব্যতিরেকে ব্যতিক্রমী প্রহ্লাদ মুলুওয়ার্ক

সুবীর পাল

আমরা তো হাজার হলেও মানুষ। পৃথিবীর একমাত্র সভ্য জীব। তবে মানুষেরও যে একটা 'কমন ফ্যাক্টর' জৈবিক শর্ত রয়ে গেছে। বেঁচে থাকার তাগিদে। বিশ্বের সামগ্রিক জীব জগতের খাদ্য ও জল গ্রহণের জাগতিক একমাবেদ্বিতীয়ম দস্তুরে। এটাই তো মানুষ সহ সমগ্র গড় প্রাণিকুলের সহজাত প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং খাদ্য গ্রহণ বা জল পানের মতো নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়গুলো ছাড়া আমরা বলতে মানুষেরা আর বাঁচতে পারি কই? তাই না? ঠিক ঠিক। এ কথা তো লক্ষ লক্ষ শতাংশ ঠিক।

কিন্তু কিন্তু কিন্তু! আমাদের জীবন অভিধানে 'ব্যতিক্রম' বলে আরও একটা শব্দ আছে যে বস্। এই দুনিয়ায় কিছু কিছু মানুষ আছেন। যাঁরা প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ তত্ত্বকে পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছেন আপন ক্যারিশমায়। নিজস্ব শৈলীতে। একেবারে এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডে। মানুষ যে না খেয়ে, না জল পান করেও বেঁচে থাকতে পারেন একেবারে অনায়াস দিন যাপনের মধ্যে দিয়ে, তা ভাবলে প্রকৃতই অবাক হতে হয় সকলকে।

মিডিয়া ডেকে কোনও দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে লাগাতার কয়েকদিন ভুক হরতালের কথা এখানে বলা হয়নি। একেবারে নিপাট খাদ্য গ্রহণের জৈবিক শর্ত উপেক্ষা করে এবং 'জল পান জীবন দান' ডায়ালগকে কার্যত তুড়ি মেরে এই ধরিত্রীতেই যে কিছু মানুষ বেঁচে বর্তে থাকতে পারেন আর পাঁচটা সুস্থ আমজনতার মতোই, তা কিন্তু জানতে পারলে সত্যিই আমাদের হতবাক হতে হয় বৈকি।

এরকমই এক বিস্ময়কর মানুষের নাম প্রহ্লাদ জানি। অবশ্যই তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয়। গুজরাটের বাসিন্দা ছিলেন। যিনি 'মাতাজি' বা 'চুনরিওয়ালা মাতাজি' নামেও পরিচিত। এক হিন্দু সাধক হিসেবে এলাকার সবাই তাঁকে চিনতেন। তাঁর দাবি ছিল, কৈশরকাল থেকে তিনি সাধারণ খাবার ও কোনও রকমের পানীয় ছাড়াই বেঁচে ছিলেন। যদিও তাঁর দাবিকে ঘিরে চিকিৎসকগণের এবং পর্যবেক্ষকদের মধ্যে একদা তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রহ্লাদ জানির পুরো নাম ছিল প্রহ্লাদভাই মগনলাল জানি। তাঁর জন্ম ১৩ আগস্ট ১৯২৯ সালে হয়েছিল গুজরাটের মেহসানা জেলার চারাডা গ্রামে। শৈশব থেকেই তিনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের দিকে আকৃষ্ট হোন। প্রচলিত জীবনী অনুযায়ী, খুব অল্প বয়সেই তিনি বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ জানি নিজেকে দেবী অম্বার পরম ভক্ত হিসেবে পরিচয় দিতেন। সাধারণ সাধুদের মতো গৈরিক বর্ণের পোশাক না পরে লাল রঙের শাড়ির মতো পোশাক পরতেন। মাথায় ফুল এবং বিভিন্ন অলংকার ব্যবহার করতেন। সিঁথিতে পরতেন গাঢ় লাল রঙের সিঁদুর। এই কারণেই ভক্তদের কাছে তিনি 'মাতাজি' বা 'চুনরিওয়ালা মাতাজি' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

তাঁকে ঘিরে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দাবি ছিল, তিনি নাকি খাবার না গ্রহণ করে ও জল পান না করা অবস্থাতেই দীর্ঘদিন বেঁচে রয়েছেন বহাল তবিয়তে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হলো, 'কিশোর বয়সে দেবী অম্বার আশীর্বাদ প্রাপ্তির পর আমার শরীরে স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আমি নিজে হতবাক হলেও এটা ঠিক যে, কোনও এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আমার বেঁচে থাকার জন্য এক রত্তিও খাবার ও জল আর কখনই দরকার পড়েনি।'

তবে তাঁর এই দাবিকে সহজে মেনে নিতে সম্মত হননি জীব বিজ্ঞানীরা সহ চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ। তাঁদের সকলের মতে, এটাই বৈজ্ঞানিক ভাবে চিরসত্য যে খাবার ও জল গ্রহণ ব্যতীত মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, পুষ্টি ও বিভিন্ন জৈবিক উপাদান দেহের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে খাবার ও জল ছাড়া মানুষের পক্ষে কার্যত বেঁচে থাকার দাবি করাটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরোপুরি অবাস্তব।

এমনই দাবি ও পাল্টা দাবির ব্যাপক দোলাচলে প্রহ্লাদ জানি অচিরেই হয়ে ওঠেন প্রচারের আলোয় হাইপার আইকন। দেশের নানা প্রান্তর থেকে বিদেশের নানা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে উনার জীবন ধারণের এ হেন অদ্ভুতুরে কিসসা। কিন্তু তাঁর সমালোচকেরাও নাছোড়বান্দা। তাঁদের মতে, 'ওইসব শুধু মুখের কথায় বুজরুকি ছড়ালে চলবে না। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য চাই বাস্তব সম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষা।' উল্টো দিকে প্রহ্লাদ জানিও নিজের দাবিতে অবিচল। সুতরাং দুই পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট হওয়া তুঙ্গস্পর্শী ধন্দের ধোঁয়াশা কাটাতে ২০০৩ সালে আহমেদাবাদের একটি হাসপাতালে তাঁকে কয়েক দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। তাঁর দাবির সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসকরা উনার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। একইসঙ্গে চলতে থাকে রকমারি চিকিৎসা জনিত আধুনিক পরীক্ষা। বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হয়েছিল, তাঁকে একটি তাপ, আলো ও বাতাস নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে রাখা হয় এবং তাঁর খাবার ও পানীয় না গ্রহণের বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে। আর এখানেই সৃষ্টি হয় আরও এক বিস্ময়। হাসপাতালে কর্মরত সমস্ত চিকিৎসক ও উপস্থিত জীব বৈজ্ঞানিকদের সমালোচনার মুখে ঝামা ঘষে তিনি সেদিন প্রমান করে দিয়েছিলেন তে প্রহ্লাদ জানি সত্য ছাড়া মিথ্যা কদাপি বলেননি।

হাসপাতালের ওই পরীক্ষার ফল নিয়ে পরবর্তী সময়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। তাঁর সমর্থকেরা এটিকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার অপার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে বিষয়টি নিয়ে কিছুতেই সংশয় কাটছিল না। কারণ চিকিৎসালয়ের ওই পরীক্ষাটি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পুনরাবৃত্ত পরীক্ষার যে কঠোর মানদণ্ডের প্রয়োজন ছিল, তা আদৌ পূরণ করা হয়েছিল কিনা, সেটি নিয়েই এবার তাঁরা প্রশ্ন তুলে দেন। একইভাবে সেই পরীক্ষার পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা সর্বসম্মত ভাবে কিছুতেই ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারছিলেন না।

অতঃপর ২০১০ সালে প্রহ্লাদ জানিকে আবারও চিকিৎসকদের একটি সংগঠিত দল পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণই শেষমেষ তাঁকে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের কাছে আরও পরিচিত করে তোলে। তাঁর ওপর নজরদারি, শারীরিক পরীক্ষা এবং বিভিন্ন মেডিক্যাল নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল বলে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয়। পৃথিবী ব্যাপী এও সম্প্রচারিত হয় যে, ভারতের চুনরিওয়ালা মাতাজি আশ্চর্যজনক ভাবে কোনও প্রকার খাবার না খেয়ে এবং একবিন্দু জল পান না করে বছরের পর বছর যাবৎ তিনি বেঁচে রয়েছেন। একইসঙ্গে বিজ্ঞানীদের সামনেও তিনি তাঁর এই অবাক করা জীবন ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতিকে কার্যত বোকা বানিয়ে ছেড়েছিলেন।

এই সময় তাঁর দাবি নিয়ে ভারত ও বিদেশে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে প্রশ্ন ওঠে, কোনও মানুষ কি সত্যিই দীর্ঘ সময় খাবার ও জল ছাড়া স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারেন? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর উত্তর সত্যি মেলা ভার। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের শরীর দীর্ঘ সময় খাবারের অভাবে একাধিক শারীর বৃত্তীয় নেতিবাচক পরিবর্তন অবধারিত ঘটতে পারে। আর জল ছাড়া তো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাটাই একেবারে অসম্ভব। কিন্তু প্রহ্লাদ জানি তো আসলে এইসড় বাঁধা ধরা অভ্যস্থ জীবন ধারার একেবারে উল্টো স্রোতের বাসিন্দা। তাই তাঁকে নিয়ে উৎসাহিত বিশ্ববাসীর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এর উপর যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতো ২০০৬ সালে পৃথিবী খ্যাত জনপ্রিয় টিভি নেটওয়ার্ক 'ডিসকভারি চ্যানেল' তাঁর উপর যখন একটি তথ্যচিত্র সম্প্রচার করে বসে, তখন তো তাঁর কট্টর সমালোচকদেরও 'থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া'র উপক্রম হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে তিনি তৎকালীন সময়ে সমগ্র দুনিয়ার কাছে এক বিস্ময় মানব হিসাবে পরিগণিত হোন একান্ত স্বমহিমায়।

প্রহ্লাদ জানি কখনই সংসার ধর্ম পালন করেননি। তিনি গুজরাটের অম্বাজি এলাকায় থাকতেন। ১৯৪০ সাল থেকে টানা ৭৬ বছর তিনি কোনও ধরনের খাবার ও জল ছাড়াই বেঁচে ছিলেন। এই চমকপ্রদ সাধক ২০২০ সালের ২৬ মে মারা যান।

এটাও ঠিক, জল ও অন্ন স্পর্শ না করে দশক উর্ধ্ব জীবন যাপনের উপকথা শুধু ভারতের প্রহ্লাদ জানির জীবন গাঁথাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এমন সম জীবন উপন্যাসের জীবন্ত আরব্য রজনীর উপমা পাওয়া যায় ইথিওপিয়ার আরও এক যুবতীর জীবন আলোচ্যে। নামটি যে তাঁর মুলুওয়ার্ক অ্যামবওয়ে।

ইথিওপিয়ার মুলুওয়ার্ক অ্যামবওয়ের কাহিনি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর এবং বিতর্কিত মানব জীবনের গল্প হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে তাঁর কথা ব্যাপকভাবে আচমকা ছড়িয়ে পড়ে। মুলুওয়ার্কের দাবি, মাত্র ১০ বছর বয়সের পর থেকে তিনি আর কোনও খাবার খাননি এবং জল পানও করেননি। অর্থাৎ তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, আজ অবধি প্রায় ১৮ বছর ধরে তিনি খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই জীবন কাটিয়ে চলেছেন অত্যন্ত স্বাভাবিক পর্যায়ে। বর্তমানে তাঁর বয়স ২৮।

ইথিওপিয়ার ওই যুবতী জানান, তিনি যখন প্রায় ১০ বছরের কিশোরী, তখন একদিন স্কুলে যাওয়ার আগে তাঁর জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। পরিবারের গুরুজন তাঁকে সকালের খাবার খেয়ে স্কুলে যেতে বলেছিল। কিন্তু খাবার না খেয়েই স্কুলে চলে যান। পরে বুঝতে পারেন, তাঁর আর খাবারের প্রতি কোনও আগ্রহ বা খিদে অনুভব হচ্ছে না। এর আগে তিনি শেষবারের মতো খেয়েছিলেন ইনজেরা ও ডালজাতীয় খাবার। এরপর থেকে খিদে আর তৃষ্ণার অনুভূতি আর কখনও তাঁর জীবনে ফিরে আসেনি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রথম দিকে বিষয়টি নিজের কাছে পুরো বিষয়টি অবাক লাগায় তিনি পরিবারের কাছেও প্রাথমিক ভাবে গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবারের পরিজনেরা বুঝতে পারেন যে, তিনি সত্যিই আর খাদ্য আর পানীয় কোনও অবস্থাতেই গ্রহণ করছেন না কখনই।

ঘটনাটি প্রথমবার ব্যাপক ভাবে ইথিওপিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ২০১৬ সাল নাগাদ। সে সময় মুলুওয়ার্কের বয়স ছিল প্রায় ১৮ বছর এবং তিনি প্রথমবারের মতো দাবি করেছিলেন যে, গত ৮ বছর ধরে খাবার ও জল গ্রহণ করেননি। তাঁকে চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষাও করা হয় যথারীতি। কিন্তু তাঁর শরীরের এরকম অস্বাভাবিক আচরণ দেখে ওই চিকিৎসকেরাও থ বনে যান।

পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর ঘটনা আরও বেশিমাত্রায় মানুষের কৌতূহলের কারণ হয়ে ওঠে। ২০২৪ সালে ভ্রমণ বিষয়ক মার্কিন ভিডিও নির্মাতা ড্রিউ বিঙ্কস্কি ইথিওপিয়ায় গিয়ে মুলুওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর পরিবার, প্রতিবেশী ও পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মুলুওয়ার্কের দৈনন্দিন জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। মুলুওয়ার্ক তখনও একই দাবি করেন নিজের সম্পর্কে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল, মুলুওয়ার্ক পুরো মাত্রায় একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক কর্মক্ষম নারী ছিলেন। পরিবারের জন্য রান্না করতেন, দৈনন্দিনের নিয়মিত কাজ করতেন এবং সামাজিক জীবনও স্বাচ্ছন্দ্যে চালিয়ে যেতেন। এমনকি না খাওয়া অবস্থাতে একটি সন্তানের জন্মও দিয়েছেন তিনি। এই ইথিওপিয়ান রমণী খাবার রান্না করতে পারেন এবং অন্যদের খেতে দেখলেও নিজের জন্য খাবারের তাগিদ মোটেও অনুভব করেন না। মুলুওয়ার্কও অবশ্য প্রহ্লাদ জানির মতো নিজস্ব মন থেকে বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের অলৌকিক আশীর্বাদের জন্যই বেঁচে থাকার রসদ হিসাবে তাঁকে এখন আর জল ও অন্ন গ্রহণ করতে হয় না। ড্রিউ বিঙ্কস্কির ভিডিও প্রকাশ্যে এলে মুলুওয়ার্কের এই অবাক করা খাদ্যহীন সহ জলহীন জীবন যাপন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ট্রোল হয়ে যায় একেবারে ধুমকেতুর গতিতে।

অবশেষে বলতেই হয়, প্রহ্লাদ জানি এবং মুলুওয়ার্ক অ্যামবওয়ের দ্বিজ কাহিনী বিরল থেকে অতীব বিরল হলেও এটিকে নিশ্চিত অলৌকিক ঘটনা হিসেবে না দেখে, বরং অসাধারণ ব্যতিক্রমী মনুষ্য অধ্যায় হিসাবে পর্যালোচনা করাই ভালো। যেখানে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভাঁটা পড়ে যায় অতল অনিচ্ছায়। জোয়ার এসে যায় প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গা ছকের অসীম ইচ্ছায়। আর জগৎ জোড়ায় বিস্ময় জয়ী হয়ে যায় এক ভিন্ন ব্যতিক্রমী জীবন অভিযোজনের সত্যতম সাক্ষ্যতে।

কোট-আনকোট

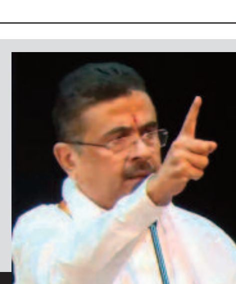

২০০৬ সালের পর বিধায়ক হওয়ার পর থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা পরবর্তী কাউকে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কর্মসূচিতে দেখিনি। এই দপ্তর চরম অবহেলিত। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এই দপ্তরের সরাসরি যোগ রয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন

আমার বাংলা

EKDIN, KOLKATA, 2 SEPTEMBER 2026, PAGE 5

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

মালদায় গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙন

৯টি প্রাথমিক স্কুল বন্ধের নির্দেশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার মানিকচক এবং রতুয়া এলাকায় গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙন ভয়াবহ আকার নিতেই দুই ব্লকের মোট ৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিল প্রশাসন। মঙ্গলবার থেকেই মানিকচকের ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রতুয়া ১ ব্লকের ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে লাটে উঠেছে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা। এমনকি ওই সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই সব স্কুলের শতাধিক পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজ শুরু করা হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দুই ব্লকের ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দিয়েই হুহু করে গঙ্গার জল বয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে দুই থেকে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধেক অংশ গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। তাই কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে আপাতত এসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধের নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে কালিয়াচক ২ ব্লকের পঞ্চানন্দপুর এলাকায় নদীভাঙন পরিস্থিতি ও সেচ দপ্তরের জরুরিকালীন ভিত্তিতে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সপ্তর্ষি নাগ-সহ সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চানন্দপুর ঘাট ও ছেক্কাটোলা এলাকায় সেচ দপ্তরের তিনটি ভাঙন প্রতিরোধের জরুরিকালীন ভিত্তিতে কাজ চলছে। সেই কাজের বিষয়টি মূলত এই দিন প্রশাসনের কর্তারা তদারকি করে দেখেন পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সপ্তর্ষি নাগ। অন্যদিকে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকচক ব্লকের ৫টি এবং রতুয়া-১ ব্লকের ৪টি স্কুল রয়েছে। পাশাপাশি ভাঙনের আশঙ্কায় আরও কয়েকটি স্কুল বন্ধের মুখে। এছাড়া গঙ্গা ও ফুলহার নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতিমধ্যেই মানিকচক ও রতুয়া-১ ব্লকের একাধিক নদী তীরবর্তী এলাকায় জল ঢুকেছে। ফলে অনেক জায়গায় স্কুল ভবন পর্যন্ত পৌঁছতে পারছেন না ছাত্রছাত্রীরা। কোথাও আবার নদীর একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুল ভবন। পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। পশ্চিম রতনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই জলের গ্রাসে চলে গিয়েছে। অন্যদিকে, মনিরামটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছাকাছিও চলে এসেছে গঙ্গা। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতি তথা তিভাই মলয় মণ্ডল বলেন, মানিকচকের ভাট্টাখাটিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমিনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিয়ারিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুখদেবটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নিউলুটিহার প্রাথমিক বিদ্যালয় আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রতুয়া-১ ব্লকের জিতুটোলা, মনিরামটোলা, পশ্চিম রতনপুর এবং জিয়ারুদ্দিনটোলা এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ও একই কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে। এইসব বিদ্যালয়ের শতাধিক পড়ুয়াদের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে বিকল্প জায়গা দেখার জন্য সংশ্লিষ্টচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে ওই ৯টি স্কুল সাসপেন্ড করার জন্য মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পরিস্থিতির বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, মালদার মানিকচক, রতুয়া, বৈষ্ণবনগর এলাকার গঙ্গা ও ফুলহার নদীর পরিস্থিতির ওপর প্রশাসনের তরফে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

রূপনারায়ণপুরে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকের, রূপনারায়ণপুর এলাকায় মঙ্গলবার বিভিন্ন খাবারের দোকানে ব্যাপক অভিযান চালালো রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে নিয়ে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকেরা এলাকার একাধিক নামীদামি মিষ্টির দোকান, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় আচমকা পরিদর্শন করেন। অভিযান চলাকালীন বেশ কিছু দোকানে ব্যবসায়িক লাইসেন্স ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ-সহ নানা অনিয়ম ধরা পড়ে। কিছু হোটেলের রান্নায় ব্যবহৃত খোলা মশলা ও অস্বাস্থ্যকর খাবার রংয়ের ব্যবহারে কড়া নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় এদিন সন্দেহজনক মশলার নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সালানপুরের খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক দেবব্রত দত্ত বলেন, 'মানুষের কাছে পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ খাবার পৌঁছে দিতেই বিশেষ এই অভিযান।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন

[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুযায়ী]

রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কর্পোরেট ভবন, ৪র্থ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬,
এএ-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ সমীপে

কোম্পানি আইন, ২০১৩, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩(৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০(৬)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

সানশাইন ওয়াশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৬৫/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ- বিষয় সম্পর্কিত

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় (ইজিএম) গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তানুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে যাতে কোম্পানিটি তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''কর্ণাটক রাজ্য''-এ স্থানান্তর করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৪র্থ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫-এ অবস্থিত কার্যালয়ে জমা দিতে পারেন বা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন এবং আবেদনকারী কোম্পানির নিচে উল্লেখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় তার একটি কপি পাঠাতে হবে :
৬৫/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ।

সানশাইন ওয়াশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আকাশ তাক
ডিরেক্টর
ডিন নং - ০৯৭২৮১৬০

তারিখ : ০২.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন

[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুযায়ী]

আরডি কলকাতা, ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট,
কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন,
আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ সমীপে

কোম্পানি আইন, ২০১৩, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩(৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০(৬)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

অমৃতলক্ষ্মী কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১৫৬এ, এম. জি. রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭ বিষয় সম্পর্কিত

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, ২৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তানুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে যাতে কোম্পানিটি তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''কর্ণাটক রাজ্য''-এ স্থানান্তর করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি রিজিওনাল ডিরেক্টর, আরডি কলকাতা, ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট, কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫-এ অবস্থিত কার্যালয়ে জমা দিতে পারেন বা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন এবং আবেদনকারী কোম্পানির নিচে উল্লেখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় তার একটি কপি পাঠাতে হবে :
১৫৬এ, এম. জি. রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭

অমৃতলক্ষ্মী কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কিতা কুন্ডলিয়া
ডিরেক্টর
ডিন - ১১৪০২১৫৩

তারিখ : ০২.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফোরকাস স্টুডিও লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয় : তারা মা টাওয়ার, বিও-৭১সি/১৬১ বি বি টি রোড,
বিবেকানন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঠাকুরপুকুর মহেশতলা - ৭০০১৪১
CIN : L14101WB2024PLC267500
ফোন : +৯১ - ০৩৩-২৯৫০ ১০৫৬; ইমেল : info@forcasstudio.in; ওয়েবসাইট : www.forcasstudio.com

সদস্যদের প্রতি ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ২৮ জুলাই, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য কোম্পানির ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৬ এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক প্রেরণ ২৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও (www.nseindia.com) উপলব্ধ। আরও জানানো হচ্ছে যে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানি সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। ৩য় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন (একত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন হিসাবে উল্লেখিত) শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের (ডিপি) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। তবে, যে সকল সদস্যরা কোম্পানি/ডিপি-র কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি সেই সকল সদস্য সহ অন্যান্য সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.forcasstudio.com থেকে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ডাউনলোড করতে পারেন এবং এটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও (www.nseindia.com) উপলব্ধ থাকতে পারে।

যে সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপি-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য এবং ই-মেইলের মাধ্যমে এজিএম বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য আমাদের info@forcasstudio.in-এ লেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের বিস্তারিত পদ্ধতি এবং ই-ভোটিং ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রাপ্তি এবং দূরবর্তীভাবে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর জন্য সদস্যদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যদের এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

(১) রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এরপর ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটিংয়ের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫.০০ টা)-এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।

(২) ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী সদস্যদের/বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যাদের নাম ছিল সেই সকল সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের পরে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং সদস্য হন, এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি investor@masserv.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে বা টেলিফোন +৯১ ১১ ৪১৩২ ০৩৩৫ নম্বরে কল করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

(৩) সদস্য একবার কোনো রেজোলিউশনে ভোট দিলে, তাকে পরে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(৪) এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী যোগ্য সদস্যরা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এজিএম-এ তাদের ভোট দিতে পারবেন।

(৫) যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস'')-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সকল সদস্য কোম্পানি/ডিপি/কোম্পানির আরটিএ-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে একটি পত্র পাঠানো হচ্ছে যেখানে ওয়েব-লিঙ্ক দেওয়া আছে (যাতে সঠিক পথ উল্লেখ আছে) যেখান থেকে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.forcasstudio.com-এ উপলব্ধ এবং এটি এনএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এবং প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ কল করতে পারেন বা evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস বন্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশানুসারে
ফোরকাস স্টুডিও লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শৈলেশ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিন - ০২৮৫৬৯৭৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০৮.২০২৬

রাস্তার বেহাল অবস্থা

ক্ষোভে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনা থানার শ্যামগঞ্জ এলাকায়। জানা যায়, শ্যামগঞ্জ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেহাল গ্রামীণ রাস্তা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায় ক্ষিপ্ত এলাকার মানুষজন পথ অবরোধ করেন। এলাকার মানুষজনের দাবি, রাস্তা বেহাল অবস্থার কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা কোনও ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে এলাকার মানুষজনের যাতায়াতের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সামনেই রয়েছে আইসিডিএস কেন্দ্র। বর্তমানে ওই আইসিডিএস কেন্দ্রে শিশুদের পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকেরা। রাজ্যে পরিবর্তন হয়েছে এবার রাস্তাঘাটেরও পরিবর্তন চায়।

খেলার মাঠ বাঁচাতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরের মধ্যে রয়েছে ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাই স্কুলের ফুটবল মাঠ। এই মাঠ স্কুলের খেলাধুলার পাশাপাশি ঘাটালের বিভিন্ন ক্লাবের খেলাধুলা হয়ে থাকে এই স্কুল মাঠে। এমনকি ঘাটালের বড় বড় দিবারাত্রি ক্রিকেট, ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বেশ কিছুদিন আগে ঘাটালের ঘড়ি মোড় সংলগ্ন প্রগতি সবজি, মাছ, মাংসের বাজার সরকারি জায়গায় থাকার কারণে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয় প্রশাসন। সেই প্রগতি সবজি বাজার ওই স্কুল মাঠের এক পাশে বসানোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। কিন্তু স্কুল মাঠে সবজি বাজার, সার্কাস বসার বিষয়টি জানতে পেরে ঘাটালের সমস্ত খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন একত্রিত হয়ে ঘাটাল শহরে মিছিল করে ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয় ও ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাই স্কুলে লিখিত আকারে ডেপুটেশন দেয়। তাদের অভিযোগ, খেলার মাঠের পরিবেশ ঠিক রাখতে মাঠের মধ্যে সবজি বাজার ও সার্কাস বসানো চলবে না।

অন্নপূর্ণার বিক্ষোভ থামাতে

মহিলাদের নিয়ে বৈঠকে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারকে নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে তুলকালাম। কারও দু'মাসের টাকা ঢুকেছে, কারও তিন মাসের টাকা ঢুকেছে। আবার অনেকের তো টাকাই ঢোকেনি। এই নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে আন্দোলন। যার কারণে মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে বিভিন্ন জায়গায়। মহিলাদের বিক্ষোভ আটকাতে কালনা ২ ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে ২৩ ও ২৪ নম্বর বুথে মহিলাদের নিয়ে গ্রাম সংসদ করলেন ভারতীয় জনতা পার্টি। এই দুটি বুথে দুটি মৌজা পড়ে, তালা মৌজা এবং নারিকেল দাঙ্গা মৌজা। আর এই দুটি মৌজার মহিলাদের নিয়ে মহিলা গ্রাম সংসদ সভা করলো বিজেপি। এই সংসদ থেকে বিজেপি নেতারা বলেন, 'সকলেই নাকি পাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। তবে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়। এর মধ্যেই সকলের টাকা একাউন্টে ঢুকে যাবে।'

Reliance
Jute Mills (International) Ltd.

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382
নিবন্ধিত কার্যালয় : ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেইল : financeho@reliancejute.com, legal@reliancejute.com
টেলিফোন :০৩৩ ৪৮০২ ৬৯৪৬, ওয়েবসাইট : www.reliancejute.com

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড-এর ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') কোম্পানির ৩০তম এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায়িক কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৪.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ের (''ওএভিএম'') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'') এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ'') দ্বারা জারি করা ০৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০ এবং পরবর্তীতে জারি করা ০৫ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০২১ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ১০/২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৪, ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম অনুষ্ঠানের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সেবি দ্বারা জারি করা ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD//CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167, ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 এবং এই বিষয়ে এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে ''সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রযোজ্য সমস্ত বিধান মেনে কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

অধিকন্তু, উপরোক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে, এজিএম আহ্বানকারী নোটিশ এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি কোম্পানি এবং/বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) (''ডিপি'')-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।

১. সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং প্রযোজ্য সার্কুলারের সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ পাস করার জন্য প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে কোম্পানি এনএসডিএল -এর সাথে একটি চুক্তি করেছে। সদস্যদের দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সুবিধা এবং এজিএম-এর তারিখে ই-ভোটিং সুবিধা এনএসডিএল প্রদান করবে।

২. ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫.০০ টার (আইএসটি) পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। এজিএম-এও ই-ভোটিং উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেননি তাঁরা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

৩. এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত রেজোলিউশনগুলিতে রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকারী সদস্যদের নির্ধারণ করার কাট-অফ তারিখ হলো শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (''কাট-অফ তারিখ'') তারিখে ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টার বা ওনার্স রেজিস্টারে যাঁর নাম নিবন্ধিত আছে, শুধুমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৪. যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখের আগে শেয়ার অর্জন করেছেন, তাঁদের ভোট দেওয়ার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতি জানতে এজিএম-এর নোটিশ দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৫. যে শেয়ারহোল্ডাররা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেছেন এবং যে শেয়ারহোল্ডাররা তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাঁদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে প্রদান করা হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলীও এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া হয়েছে।

৬. যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে পুনরায় তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৭. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স কে ওয়াই অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস -এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রীমতী কাঞ্চন যাদব (FCS 12845 CP No.14939)-কে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটদান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।

৮. ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদান সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়ালটি দেখুন যা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ আছে অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন বা evoting@nsdl.com-এ এনএসডিএল-কে একটি অনুরোধ পাঠান। ঠিকানা ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৪র্থ ফ্লোর, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই-৪০০০১৩।

এজিএম-এর নোটিশ এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে www.cse-india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'')-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ করা হয়েছে। যে শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণ করেছেন এবং তাঁদের ইমেল বা কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করেননি, তাঁদের ডিপি -এর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শেয়ারহোল্ডারদের লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে সেবি-এর বিধান অনুসারে, ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের তাঁদের সংশ্লিষ্ট ফোলিও নম্বরগুলির জন্য প্যান, নমিনেশন পছন্দ, যোগাযোগের বিবরণ (পিন এবং মোবাইল নম্বর সহ ডাক ঠিকানা), ব্যাঙ্ক এ/সি বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, এস. কে. ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলিতে উক্ত বিবরণগুলি নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন। অধিকন্তু শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com-এ প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি অ্যাক্সেস করতে পারেন।

এতদ্বারা আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

রেজি. অফিস : ১৬ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
CIN : L20219WB1985PLC096557; ওয়েবসাইট : www.assamentrade.com
ইমেল : assamentrade1985@gmail.com

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা
ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার -এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **আসাম এনট্রেড লিমিটেড** (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের **৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (''এজিএম'') আগামী **শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.৩০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধানসমূহ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারিকৃত ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখের সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০ এবং এই বিষয়ে পরবর্তীকালে জারিকৃত সার্কুলারসমূহ যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম আয়োজনের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০৩/২০২৫ এবং সেবি কর্তৃক জারিকৃত ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/ CIR/2023/167, ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 সহ এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক জারিকৃত অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি (যৌথভাবে ''উক্ত সার্কুলারসমূহ'' হিসাবে উল্লেখিত) মেনে, কোম্পানির এজিএম **শুধুমাত্র** ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত বিধান ও সার্কুলারগুলি মেনে, ৪১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল করা হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি **২১ আগস্ট, ২০২৬** তারিখ অনুযায়ী কোম্পানি বা মেসার্স এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড (''আরটিএ'') এবং ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি) (''ডিপি'')-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়াও, যে সকল সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করে একটি পত্র পাঠানো হয়েছে। সদস্যদের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক/ফিজিক্যাল ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত পত্র প্রেরণের কাজ **১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.assamentrade.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটেও (www.evoting.nsdl.com) উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম-এ সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত নথিপত্রসমূহ https://www.evoting.nsdl.com-এ এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমে লগইন করার পর পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী

- কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানি এজিএম-এ প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। **শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এনএসডিএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) https://www.evoting.nsdl.com/-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত রেজিস্টার অফ বেনিফিসিয়াল ওনার্স বা মেম্বারস রেজিস্টারে যাদের নাম নিবন্ধিত আছে, শুধুমাত্র তারাই রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। এতদ্বারা সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে, ৪১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ কার্যাবলীগুলি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিংয়ের মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে।
- **শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** (কাট-অফ তারিখ) তারিখে কোম্পানির আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে।
- প্রাসঙ্গিক বিধিমালা এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এর বিধান অনুসারে, **শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ)** কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস বন্ধ থাকবে।
- রিমোট ই-ভোটিং **মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায় (আইএসটি)** শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। একবার সদস্য কোনো রেজোলিউশনে ভোট দিলে, পরবর্তীতে তিনি তা সংশোধন করতে পারবেন না।
- এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না;
- যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখের আগে শেয়ার অর্জন করেছেন, তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতি জানতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- এজিএম-এ উপস্থিত যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, তবে তারা সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।
- ইলেকট্রনিক ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি এনএসডিএল কর্তৃক সদস্যদের পাঠানো ইমেলে উপলব্ধ। কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com/-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য 'প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন।
- এজিএম-এর আগে বা চলাকালীন যে সদস্যদের সহায়তার প্রয়োজন -
  নাম ও পদবি : প্রীতম দত্ত, সিনিয়র ম্যানেজার-এনএসডিএল, ঠিকানা ৩০১, ৩য় ফ্লোর, নমন চেম্বার্স, প্লট সি-৩২, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বই- ৪০০০৫১, ইমেল আইডি pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com-এ, যোগাযোগ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ (টোল ফ্রি)

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি :

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সদস্যরা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের কোম্পানির আরটিএ-কে absconsultant99@gmail.com-এ, অথবা কোম্পানিকে assamentrade1985@gmail.com-এ লেখার মাধ্যমে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এর সাথে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর, ঠিকানা সম্বলিত স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের কপি, ফর্ম আইএসআর ১, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং সদস্যের ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে যে কোনো নথির (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি পাঠাতে হবে।

এজিএম-এ যুক্ত হওয়ার পদ্ধতি :

সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমে অ্যাক্সেস করার অধীনে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে অ্যাক্সেস করতে পারেন। সফল লগইনের পরে, আপনি আসাম এনট্রেড লিমিটেড-এর বিপরীতে "Join General meeting" মেনুর অধীনে থাকা "VC/OAVM link"-এর লিঙ্ক দেখতে পারবেন। Join General Meeting মেনুর অধীনে থাকা VC/OAVM লিঙ্কে ক্লিক করুন। ভিসি/ওএভিএম-এর লিঙ্কটি শেয়ারহোল্ডার/মেম্বার লগইনে উপলব্ধ থাকবে যেখানে কোম্পানির ইভেন প্রদর্শিত হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যে সকল সদস্যের কাছে ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড নেই বা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন, তারা শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়ো এড়াতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রিমোট ই-ভোটিং নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তা পুনরায় উদ্ধার করতে পারেন।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(দিব্যাংশ আগরওয়াল)
মেম্বারশিপ নম্বর - এ৭৯৩০৬
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ০১.০৯.২০২৬
স্থান : কানপুর

দি পেঞ্চ ভ্যালি কোল কোং লি.

CIN : L74140WB1905PLC001622
রেজি. অফিস : হংকং হাউজ, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (এস), কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৮৮৯১/৯২, **ইমেল :** corp@poddarheritage.com
ওয়েবসাইট : www.poddarheritage.com

১২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, সদস্যদের রেজিস্টার বন্ধ রাখা এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, দি পেঞ্চ ভ্যালি কোল কোম্পানি লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের ১২০তম বার্ষিক সাধারণসভা (এজিএম) আগামী **সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ মিনিটে** কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়, হংকং হাউজ, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (এস), কলকাতা - ৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং তার সাথে সংযুক্ত টীকা ও ডিরেক্টরস রিপোর্ট সহ সভায় সম্পাদিত ব্যসা ধারণ ও বিশেষ কার্যাবলী নির্ধারণকারী সভার বিজ্ঞপ্তি এবং প্রক্সি ফর্ম ও উপস্থিতি স্লিপ সহ বার্ষিক প্রতিবেদনটি যে সমস্ত সদস্যদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত রয়েছে তাদের ইলেকট্রনিকভাবে এবং বাকিদের ফিজিক্যাল মাধ্যমে তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সভার বিজ্ঞপ্তি এবং উপরোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.poddarheritage.com/the-pench-valley-coal-company-limited.html এবং www.cdsindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং সভার তারিখ পর্যন্ত শনিবার ব্যতিরেকে সমস্ত কার্যদিবসে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পরিদর্শনের জন্যও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'')-এর ধারা ৯১ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ১০-এর বিধান অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে **কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয়দিন সহ)** বন্ধ থাকবে।

সংশোধিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সময়ে সময়ে সংশোধিত সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (SS-2) অনুসারে, কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল কর্তৃক প্রদত্ত এজিএম-এর ভেনু ছাড়া অন্য কোনো স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (রিমোট ই-ভোটিং) মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত এবং উক্ত রিমোটই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে কার্যাবলী সম্পাদিত হতে পারে। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে।** কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য এবং ডিমেটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ারধারণকারী যে কোনো ব্যক্তি রিমোট ই-ভোটিংব্যবহার করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ০৯.০০ টায় শুরু হবে এবং রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্য কর্তৃক কোনো রেজোলিউশনে একবার ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত হতে পারেন তবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার কারণে তারা সভায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না, অন্যদিকে যে সকল সদস্য ভোট দেননি তারা এজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

যে ব্যক্তি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি সিডিএসএল-কে অনুরোধ পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে যদি এই ধরনের ব্যক্তি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবংপাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, ৩৮৩ লেক গার্ডেনস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৪৫, যোগাযোগ নম্বর (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/২/৩, ফ্যাক্স (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ www.mcsregistrars.com ইমেল helpdeskkol@mcsregistrars.com এবং corp@poddarheritage.com-এ একটি কপি সহ।

সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী যে কোনো সদস্য নিজের পরিবর্তে ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন এবং প্রক্সি কোম্পানির সদস্য নাও হতে পারেন। প্রক্সি নিয়োগকারী যন্ত্রটি সভার সূচনার কম পক্ষে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

ফিজিক্যাল শেয়ারের ট্রান্সফার অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ উইন্ডো

শেয়ার হোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬-এর শর্তানুসারে, ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের মেয়াদের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে, যাতে ফিজিক্যাল শেয়ারের ট্রান্সফার অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার সুবিধা দেওয়া যায়। এই সুবিধাটি ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে দাখিল করা ট্রান্সফার ডিডের জন্য উপলব্ধ, যেগুলি নথিপত্র / প্রক্রিয়া / বা অন্য কোনো কারণে ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত দেওয়া হয়েছিল বা উপস্থিত হয়নি।

যোগ্য শেয়ার হোল্ডাররা তাদের পূর্বের অনুরোধগুলি কোম্পানির রেজিস্ট্রার মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩ লেক গার্ডেনস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা, ৭০০০৪৫ বা corp@poddarheritage.com-এ কোম্পানির কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ এবং কোনো ত্রুটি সংশোধন করে উক্ত এক বছরের বিশেষ উইন্ডো অর্থাৎ ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭-এর মধ্যে পুনরায় জমা দিতে পারেন। উক্ত মেয়াদের মধ্যে পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত শেয়ার (তালিকভুক্ত কোম্পানি আরটিএ-এর কাছে বিচারাধীন অনুরোধগুলি সহ) শুধুমাত্র ট্রান্সফার কাম ডিম্যাটমোডের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়া করা হবে, অর্থাৎ স্থানান্তরের পরে এটি শুধুমাত্র ডিম্যাট ফর্মে জারি করা হবে।

আমরা সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের উৎসাহিত করি যারা পূর্বে ট্রান্সফার অনুরোধ জমা দিয়েছিলেন কিন্তু অপরিশোধিত ত্রুটির কারণে এখনও স্থানান্তরিত শেয়ার পাননি, তারা বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য স্থাপিত এই বিশেষ উইন্ডোটির সুবিধা গ্রহণ করুন।

দি পেঞ্চ ভ্যালি কোল কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
ভি বেণুগোপালন
স্বা/-
ডিরেক্টর
ডিন - ০৯৩০৯০৬৯

তারিখ : ২৪ আগস্ট, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

বিজেপি কর্মী খুনের সাত বছর পর তৎপর সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে অভিযোগ করার পরে বিজেপি কর্মী খুনের মামলা ত্বরান্বিত হল। সাত বছর পর সন্দেশখালির ভাঙিপাড়ায় তিন বিজেপি নেতা খুনের মামলায় বড় পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। ভোররাতে অভিযান চালিয়ে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। ধৃতরা সকলেই শেখ শাহাজাহান গোষ্ঠী তৃণমূল কর্মী বলেই জানা গেছে। সাত বছর পর সন্দেশখালির বহুচর্চিত তিন বিজেপি নেতা খুনের মামলায় বড়সড় পদক্ষেপ করল সিবিআই। মঙ্গলবার ভোরে নেজাট থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিজেপি নেতা খুনের অভিযোগে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধৃতরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কর্মী বলে জানা গিয়েছে।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে, জামাইষষ্ঠীর দিন সন্দেশখালির নেজাট থানার ভাঙ্গীপাড়া এলাকায় দলীয় পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই সংঘর্ষে মোট চারজনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে তিনজন বিজেপি নেতা প্রদীপ মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল ও দেবদাস মণ্ডল। পাশাপাশি মৃত্যু হয় তৃণমূল কর্মী কাইয়ুম মোল্লার। ঘটনার পর নেজাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়।

সন্দেশখালি

পরবর্তীতে তদন্তভার যায় রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির হাতে। কিন্তু নিহত বিজেপি নেতাদের পরিবার তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। আদালতের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে আসে। অভিযোগ, দীর্ঘ তদন্তের পর মঙ্গলবার ভোরে নেজাট থানার বিভিন্ন এলাকায় সিবিআই আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে একে একে ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন। ধৃতরা হল স্বপন দাস, বাবলু মোল্লা, জহুর মির, মোমিন মির, স্বপন মণ্ডল এবং ভানুময় মণ্ডল। সিবিআই সূত্রে ধৃতদের বিরুদ্ধে কী কী নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ধারায় মামলা করা হয়েছে, তা তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে আরও স্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য, এই মামলায় এর আগে আরও ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে তাঁরা জামিনে মুক্ত রয়েছেন। সাত বছর আগে শেখ শাহাজাহানের নির্দেশে ঘটে যাওয়া সেই নৃশংস রক্তাক্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষের মামলায় ফের একসঙ্গে ছয়জনের গ্রেপ্তার ঘিরে সন্দেশখালিতে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এতদিন পর সিবিআইয়ের এই অভিযানে মামলার তদন্ত কোন দিকে গড়ায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে নিহতদের পরিবারের।

রেস্তোরাঁয় হানা, বসিরহাটে উদ্ধার কয়েক কিলো পচা মাংস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবারও পচা মাংস উদ্ধার রেস্তোরাঁ থেকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর কড়া অ্যাকশন নিল প্রশাসন। রেস্তোরায় হানা দিয়ে উদ্ধার হল কিলো কিলো খাসি ও মুরগির পচা মাংস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর রেস্তোরাঁয় হানা দিতেই চক্ষু চড়কগাছ আধিকারিকদের। খাদ্য দপ্তর, পুরসভার আধিকারিক ও পুলিশ যৌথ অভিযানে এই বিপুল পরিমাণে পচা মাংস উদ্ধার করল একটি নামকরা রেস্তোরাঁ থেকে। বাদুড়িয়ার দিদিমণি রোড এলাকার ঘটনা। এর আগেও ভাগাড়ের মাংস উদ্ধারের ঘটনায় এই বাদুড়িয়ার নাম প্রথমেই উঠে এসেছিল। বাদুড়িয়ার একটি গোপন আস্তানা থেকে টন টন পচা মাংস উদ্ধার করেছিল পুলিশ। যা নিয়ে রাজ্য উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাগাড়ের মাংস উদ্ধার করেছিল প্রশাসন। গ্রেপ্তার হয়েছিল একাধিক। বন্ধ হয়েছিল একাধিক নামকরা রেস্তোরাঁ। ভাগাড়ের মাংস নিয়ে সেই সময় উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। আবারও সেই বাদুড়িয়ার এক নামকরা রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে উদ্ধার হল কিলো কিলো মুরগির এবং খাসির পচা মাংস। সেই মাংসগুলো বাজেয়াপ্ত করেছে খাদ্য দপ্তর। পাশাপাশি রেস্তোরাঁটিকে খাদ্য দপ্তর থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ১
কলকাতা - ৭০০০৭১

মামলা নং ওএ/৩৭১/২০১৫
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -বনাম- লিবারেল অ্যাসোসিয়েশন ফর মুভমেন্ট অফ পিপল

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লার্নড প্রিসাইডিং অফিসার-১, ডিআরটি-১ কলকাতা কর্তৃক পাস করা ২৬.০৬.২০২৫ তারিখের আদেশ অনুসারে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে:-

"নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা- ক্যানিং, বর্তমান থানা- জীবনতলা, আর.এস খতিয়ান নং ১৬২/১-এর অধীনে (হাল) দাগ নং ১১২২-এ অন্তর্ভুক্ত, জে.এল-১৮১, বি.এল অ্যান্ড এলআরও- ক্যানিং-২, তৌজি নং ১৫১৫ এবং ৩২১৫, মৌজা- শ্রীনগরে অবস্থিত ৫৬ ডেসিমেল এবং ৪৪ ডেসিমেল পরিমাপের শালি জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।"

ই-অকশনের মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে এবং তা ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০% বায়না অর্থ হিসেবে শুধুমাত্র প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১, কলকাতা-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে অথবা আবেদনকারী ব্যাঙ্কের সাথে পরামর্শ করে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা করতে হবে। উক্ত জমা সফল বিডারের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং ই-অকশন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর অন্যান্য বিডারদের ফেরত দেওয়া হবে। সফল বিডারকে বায়না অর্থ সমন্বয়ের পর বিক্রয় মূল্যের ২৫% বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪ টার মধ্যে জমা করতে হবে, যদি পরের দিন ১৯.০৯.২০২৬ হয়, ব্যর্থ হলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য, যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হলো ২২,৮৬,৯০০/- টাকা (বাইশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শো টাকা মাত্র) এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% হবে বিড বৃদ্ধির পরিমাণ। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী ২৬.০৬.২০২৫ তারিখের ওএ/৩৭১/২০১৫ -এ এই ক্ষেত্রে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা জারি করা বিক্রয় ঘোষণা অনুযায়ী একই থাকবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই-অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা ১৮.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট: http://drt.auctiontiger.net -এ ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ পরিচালিত হবে। সম্ভাব্য বিডারকে http://drt.auctiontiger.net থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং তাঁদের অফারের সাথে কলকাতাতে প্রদেয় প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১, কলকাতা-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে বায়না অর্থ সহ নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য ১৭.০৯.২০২৬ তারিখে বা তার আগে তাঁদের নাম নিবন্ধন করতে হবে। যাইহোক, নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটা কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।

অনলাইনে লগইন করে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ই-অকশন প্রদানকারী কোম্পানির দ্বারা আরও নির্দেশাবলী সহ নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে সরাসরি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠানো হবে।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী ই-প্রোকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড -এর বিবরণ, মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল- support@auctiontiger.net।

আগ্রহী বিডাররা ই-অকশন সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট: http://drt.auctiontiger.net দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন অনুমোদিত অফিসার- মল্লিকা দে, ৬২৯০৬৯২৯৬৩, মোবাইল নং- ৬২৯০৬৯২৯৬৩, সিসিও- কল্পতরু দাস, মোবাইল নং ৭৪৩৯৯৩৮৫৯৯, ঠিকানা- এসবিআই, এসএআরবি-সাউথ-বেঙ্গল (১৫১৯৬) জীবন দীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, ইমেইল আইডি- sbi.15196@sbi.co.in

স্বা/-
রিসিভার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২.০৯.২০২৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
(কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুসারে)
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩(৪), এবং সংশোধিত কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০(৫)(এ)-এর বিষয়ে;
এবং
ইলেকট্রিওয়ান পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U40102WB2010PTC154915)
১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিস ৩/২, ৭৫সি, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কামধেনু বিল্ডিং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬ সম্পর্কিত
....আবেদনকারী কোম্পানি

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, আবেদনকারী কোম্পানি, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে আঞ্চলিক পরিচালককে অর্পিত ক্ষমতার বলে, ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কম সময়ের নোটিশে অনুষ্ঠিত অসাধারণ সাধারণ সভায় পাস করা বিশেষ প্রস্তাবের শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের অনুমোদন চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানিটি তার রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"হরিয়ানা রাজ্য"**-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।

রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা যাঁদের স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন যেকোনো ব্যক্তি, এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার ভিত্তি উল্লেখ করে একটি এফিডেভিট সহ তাঁর আবেদন পাঠাতে পারেন রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, **যার অফিস কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ**-এ অবস্থিত, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে, উপরের ঠিকানায় অবস্থিত এর রেজিস্টার্ড অফিসে আবেদনকারী কোম্পানির একটি অনুলিপি সহ।

ইলেকট্রিওয়ান পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অভিষেক খান্ডেলওয়াল
ডিরেক্টর
ডিআইএন - ১১২০৭৪৪৩

স্থান : গুরগাঁও
তারিখ : ০২.০৯.২০২৬

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রেজিস্টার্ড এ/ডি দ্বারা, দস্তি অন্যথায় প্রকাশনার মাধ্যমে।
রিকভারি অফিসারের কার্যালয় - I/II
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২সি, জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাংকরাপ্টসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২-এর অধীনে নোটিশ।
আরসি/৩০৮/২০২৫
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
নূরজাহান হক এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) নূরজাহান হক,
স্বামী- এমদাদুল হক, ১৫৮, মডার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭৫
(সিডি ২) এমদাদুল হক,
এ/১৩১, রবীন্দ্র পল্লী, কলকাতা ৭০০০৮৬।
আরও ঠিকানা : ১৫৮, মডার্ন পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৭৫।
আরও ঠিকানা : ডা. সুন্দরি মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৪।
আরও ঠিকানা : ফ্যাক্টরি- ৬১৪, পূর্বাচল রোড, পোঃ- কসবা, কলকাতা-৭০০০৭৮।
(সিডি ৩) শেখ রফিকউদ্দিন আহমেদ,
পিতা- সেরাফুদ্দিন আহমেদ, ই-২৮, সম্মিলনী পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭৫।

১. এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, **ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (DRT3)**-এর প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বারা **ওএ/৬৪২/২০২২** -এ পাস করা আদেশের পরিপূরক হিসেবে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণভাবে/ সীমিতভাবে **১০৯২৩৭৫০.৩৯ টাকা (এক কোটি নয় লক্ষ তেইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা)** এবং তার সাথে **০২/১২/২০২২** তারিখ থেকে আদায় পর্যন্ত বার্ষিক ১৫ শতাংশ সরল সুদের হারে জরিমানা সুদ ও ভবিষ্যৎ সুদ এবং **১১২০০০ টাকা (এক লক্ষ বারো হাজার টাকা)** খরচ বকেয়া হয়েছে।
২. আপনাকে এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাংকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী রিকভারি করা হবে।
৩. শুনানির পরবর্তী তারিখে বা তার আগে আপনাকে একটি এফিডেভিটের মাধ্যমে আপনার সম্পত্তির বিবরণ ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৪. পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আপনাকে আগামী **০৭/০৯/২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৫. উপরোক্ত টাকার পাশাপাশি, আপনাকে নিম্নলিখিতগুলি পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ থাকতে হবে
(ক) সার্টিফিকেট/এক্সিকিউশন কার্যক্রমের এই নোটিশের ঠিক পরে শুরু হওয়া মেয়াদের জন্য প্রদেয় সুদ।
(খ) এই নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য প্রক্রিয়া পরিবেশন এবং বকেয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়।
ট্রাইব্যুনালের সীলমোহর এবং আমার স্বাক্ষরের অধীনে এই তারিখে প্রদত্ত হলো ০৯/০৭/২০২৬।

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩

বিশ্ব মোটরযানবিহীন দিবসে সাইকেল ব্যবহারে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিশ্ব মোটরযানবিহীন দিবস উপলক্ষে দূষণমুক্ত পরিবহণ হিসেবে সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহ দিতে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলার প্রশাসনের সর্বোচ্চ আধিকারিকদের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছে বর্ধমানের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ভূগর্ভস্থ জীবাশ্ম জ্বালানি সংরক্ষণ, বায়ুদূষণ কমানো এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছে রাজ্যের বিভিন্ন সাইক্লিং ক্লাবও। একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসনের তরফে দিনটি উপলক্ষে প্রতীকী ও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়ারও আবেদন করা হয়েছে। উদ্যোগীদের তরফে পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপন সরকার বলেন, 'পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাব গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব মোটরযানবিহীন দিবস উপলক্ষে এই ধরনের আবেদন জানিয়ে আসছে এবং সাইকেল র‌্যালির মাধ্যমেও দিবসটি পালন করে জনসচেতনতা তৈরির চেষ্টা করেছে। এবার আমরা চাই, পূর্ব বর্ধমানের এই উদ্যোগ রাজ্যজুড়ে একটি বৃহত্তর ও সমন্বিত কর্মসূচিতে পরিণত হোক। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্ব মোটরযানবিহীন দিবসে অফিসকর্মী, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষকে সম্ভব হলে পেট্রোল-ডিজেলচালিত যানবাহনের পরিবর্তে সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহিত করার আবেদন জানানো হয়েছে। শুধু একটি দিনের প্রতীকী কর্মসূচি নয়, পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যকর যাতায়াতের অভ্যাসকে দীর্ঘমেয়াদে গড়ে তোলাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।' এদিন সংস্থার তরফে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও পৃথক আবেদন পাঠানো হচ্ছে, যাতে ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্ব মোটরযানবিহীন দিবস রাজ্যের সর্বত্র সরকারি ও প্রশাসনিক উদ্যোগে পালন এবং সাইকেল ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়।

REGAAL RESOURCES

রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড
CIN : L15100WB2012PLC171600
নিবন্ধিত কার্যালয় : ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ডি২/২, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ০৩৩ ৩৫২২২৪২২ ই-মেইল : info@regaal.in ওয়েবসাইট : www.regaalresources.com

ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড-এর ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া যাচ্ছে যে রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেডের ("কোম্পানি") ১৪তম (চতুর্দশ) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি")/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায় ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই সভাটি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং এই বিষয়ে পরবর্তীতে জারি করা অন্যান্য সার্কুলার, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারের সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এর প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে এজিএম-এর নোটিশে ("নোটিশ") নির্ধারিত ব্যবসায়িক কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য কোনো একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস মেনে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ নোটিশটি মঙ্গলবার ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ইমেল ঠিকানাগুলি তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস ("ডিপি"), কোম্পানি বা কোম্পানির আরটিএ -এর কাছে নিবন্ধিত আছে। অধিকন্তু, সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যে সদস্যরা এখনও কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরির কাছে তাঁদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করেননি, তাঁদের নিবন্ধিত ঠিকানায় একটি পত্র পাঠানো হয়েছে, যেখানে ওয়েব-লিঙ্ক এবং সঠিক পথ প্রদান করা হয়েছে, যেখান থেকে নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.regaalresources.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ই-ভোটিং এজেন্সি এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড -এর ওয়েবসাইটে (https://instavote.linkintime.co.in/)-ও উপলব্ধ করা হয়েছে।

এতদ্বারা সমস্ত সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে :

১. সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮-এর সাথে পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস - ২ (এসএস-২) এবং প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে, কোম্পানি এজিএম-এ সম্পাদিত হওয়া ব্যবসার বিষয়ে তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।

২. রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। ভোটদানের জন্য উপরোক্ত তারিখ ও সময়ের পরে ই-ভোটিং এজেন্সি অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে এবং একবার কোনো সদস্য কোনো প্রস্তাবের উপর ভোট দিলে, পরবর্তীতে সদস্যকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। উপরে উল্লেখিত সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার অনুমতি দেওয়া হবে না। লগইন করার এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা অ্যাক্সেস করার বিস্তারিত পদ্ধতি নোটিশের ৩৪ নম্বর ক্লজ/নোট-এ দেওয়া হয়েছে।

৩. কোম্পানি বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখটিকে কাট-অফ ডেট হিসেবে নির্ধারণ করেছে, এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া প্রস্তাবগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকারী সদস্যদের নির্ধারণ করার জন্য। শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যরা এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন, যাঁদের নাম উপরোক্ত কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টার বা বেনিফিশিয়াল ওনার্স -এর মধ্যে উপস্থিত থাকবে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটালে তাঁদের শেয়ারের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে।

৪. যে সদস্যরা কোম্পানির কাছে তাঁদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করেননি, তাঁরা তাঁদের ইউজার ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে ই-ভোটিং ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in-এ লগইন করে মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের কোম্পানি/স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নোটিশে দেওয়া নির্দেশাবলী পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৫. যে কোনো ব্যক্তি যিনি নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি enotices@in.mpms.mufg.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

৬. যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাঁদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তাঁরা এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ করা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

৭. যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন, তাঁরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৮. এমসিএ সার্কুলার এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে, ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। যেহেতু এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের দ্বারা প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা উপলব্ধ নেই।

৯. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা https-://instavote.linkintime.co.in/-এ উপলব্ধ এফএকিউ এবং ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা শ্রী রাজীব রঞ্জন, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট - ইভোটিং, সি-১০১, এমব্যাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০০৮৩-এর সাথে ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা enotices@in.mpms.mufg.com-এ একটি ই-মেইল লিখতে পারেন।

১০. ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/LADNRO/ GN/2025/273 অনুসারে, চূড়ান্ত লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে দেওয়া হবে এবং লভ্যাংশ প্রদানের জন্য কোনো 'পেয়েবল অ্যাট পার' ওয়ারেন্ট বা চেক বা ড্রাফ্ট জারি করা হবে না। ইসিএস সুবিধার অনুপস্থিতিতে বা লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক হস্তান্তরে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, সদস্যরা তাঁদের নিজ নিজ ডিপি-দের সাথে কেওয়াইসি সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট না করা পর্যন্ত কোম্পানি লভ্যাংশ আটকে রাখবে। যে সদস্যরা সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের বিবরণ এবং যোগাযোগের অন্যান্য বিবরণ সহ তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) ম্যান্ডেট নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করেন সেখানে এটি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য।

১১. সদস্যদের এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
টিঙ্কু কুমার গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

আঞ্চলিক কার্যালয় : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে
বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২১০১

যান বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

কোটেশন আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার নীচে উল্লিখিত যানটি বিক্রয়ের জন্য সিল করা কোটেশন আহ্বান করছেন, যা ১৬.০৯.২০২৬ তারিখে দুপুর ০১:০০ টায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক কার্যালয় বাঁকুড়া-এর অফিসে পরিচালিত হবে। যানটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে হাইপোথিকেটেড করা আছে, ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে নিজ নিজ বকেয়া আদায়ের জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার যার বাস্তবিক দখল নিয়েছেন:

ক্র. নং.	যানের বিবরণ	ঋণগ্রহীতার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি	দায়বদ্ধতা এবং অন্যান্য কোনো তথ্য
১.	রেজিস্ট্রেশন নং- WB-67C-2073 প্রস্তুতকারক : অশোক লেল্যান্ড মডেল ও ভ্যারিয়েন্ট: NR4825/66 T TIP, সাদা উৎপাদনের তারিখ : ২৬.০৭.২০২৩	শ্রী মানিক রায় লোন অ্যাকাউন্ট নং ৫৪২৮২২৭৯৮৬	৪৬,৯২,২১২.৬৪ টাকা	২৩,৬৫,০০০.০০ টাকা ২,৩৬,৫০০.০০ টাকা	ব্যাঙ্কের জানা নেই

বিক্রয়টি "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে হবে। সংশ্লিষ্ট যানের কোটেশন মূল্য অবশ্যই সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে। কোটেশনগুলি নির্ধারিত বিন্যাসে আনুষঙ্গিক নথি অনুযায়ী জমা দিতে হবে। নির্ধারিত বিন্যাসে না থাকা বা কোনো দিক থেকে অসম্পূর্ণ যেকোনো কোটেশন বাতিল বলে গণ্য হবে। হার / কোটেশন অঙ্কে এবং শব্দে উভয়ভাবেই উল্লেখ করতে হবে। উদ্ধৃত পরিমাণ নির্ণয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে, শব্দে উল্লিখিত পরিমাণকেই উদ্ধৃত পরিমাণ হিসেবে ধরা হবে। নির্দিষ্ট যানের রেজিস্ট্রেশন নং লেখা খামের উপর সুপারস্ক্রিপ্ট করা সিল করা কোটেশন শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড পোস্ট / স্পিড পোস্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। হাতে হাতে, কুরিয়ার বা অন্য কোনো উপায়ে কোটেশন জমা নেওয়া হবে না। **সিল করা কোটেশনগুলি অবশ্যই ১৬.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২:০০ টার আগে অনুমোদিত অফিসারের কাছে পৌঁছাতে হবে।** কোটেশনগুলি বিবেচনার জন্য নেওয়া হবে/ বৈধ বলে গণ্য করা হবে, শুধুমাত্র যদি যানের জন্য ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়া হয়। **ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ এনইএফটি -এর মাধ্যমে ইএমডি প্রদান/ জমা করা যেতে পারে। ইএমডি যদি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে জমা দিতে হয়, তবে তা অবশ্যই "সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া" -এর অনুকূলে কাটতে হবে।** ইএমডি যদি এনইএফটি-এর মাধ্যমে জমা দিতে হয়, তবে পেমেন্ট অবশ্যই নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী করতে হবে:-
i) অ্যাকাউন্টের নাম - BANKURA RO OFFICE
ii) অ্যাকাউন্ট নং 3862207403
iii) আইএফএসসি : CBIN0280115
যদি ডিডি -এর মাধ্যমে ইএমডি জমা দেওয়া হয়, তবে যে যানের জন্য ইএমডি দেওয়া হচ্ছে তার বিবরণ ডিডি-র উল্টোদিকে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিটি পৃথক কোটেশনের জন্য, ইএমডি-এর দিকে পৃথক পেমেন্ট করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক যান বিক্রয়ে অংশ নিতে চান এবং কোটেশন জমা দেন, তবে প্রতিটি কোটেশনের জন্য ইএমডি-র পৃথক পেমেন্ট করতে হবে। ইএমডি একসাথে যুক্ত করা অনুমোদিত নয়। প্রাপ্ত কোটেশনগুলি **১৬.০৯.২০২৬ তারিখে দুপুর ০১:০০ টায়** আঞ্চলিক কার্যালয় বাঁকুড়ায় অনুমোদিত অফিসারের কার্যালয়ে খোলা হবে। কোটেশন গ্রহণের বিষয়টি অনুমোদিত অফিসারের নিজস্ব বিবেচনার উপর নির্ভর করবে, যাঁর কাছে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত কোটেশন প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে। কোটেশন জমা দিতে ইচ্ছুক যেকোনো ব্যক্তিকে তাঁর কোটেশন জমা দেওয়ার আগে যানটি পরিদর্শন ও পরীক্ষা করার এবং যানের বাস্তবিক ও যান্ত্রিক অবস্থা সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোটেশন জমা দেওয়া যেকোনো ব্যক্তির যানের বাস্তবিক ও যান্ত্রিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান আছে বলে গণ্য করা হবে, তিনি এটি পরিদর্শন করুন বা না করুন। নির্বাচিত ক্রেতাকে তাঁর কোটেশন সফল কোটেশন হিসেবে নির্বাচনের তথ্য প্রাপ্তির তারিখের পরের কার্যদিবসের মধ্যে উদ্ধৃত পরিমাণের অন্তত ২৫% প্রদান করতে হবে। বাকি পরিমাণ ঘোষণার তারিখ থেকে ০৭ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত পদ্ধতিতে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে কোটেশন বাতিল হয়ে যাবে এবং ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। ক্রেতাকে সুরক্ষিত পাওনাদারের জানা কোনো দায়বদ্ধতা থাকলে তাও বহন করতে হবে এবং প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য (সাথে জিএসটি প্রদানের পর নির্বাচিত ক্রেতাকে বিক্রয় শংসাপত্র দেওয়া হবে। যানের হস্তান্তর সম্পর্কিত সমস্ত নথিপত্রও ক্রেতাকে প্রদান করা হবে। ক্রেতার নিজের নামে যানটি নিবন্ধন করা সম্পূর্ণভাবে ক্রেতার দায়িত্ব হবে। যানের মালিকের নাম থেকে ক্রেতার নামে মালিকানা হস্তান্তর সম্পন্ন করার জন্য হাইপোথিকেশন সরানো এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার সমস্ত খরচ শুধুমাত্র ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। যানের বাস্তবিক দখল ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হবে শুধুমাত্র তখনই যখন ক্রেতা তাঁর নামে যানটি হস্তান্তরের জন্য আরটিও -এর সামনে আবেদন জমা দেওয়ার পর্যাপ্ত এবং সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থাপন করবেন। বিক্রয় শংসাপত্র জারির পর থেকে বাস্তবিক দখল হস্তান্তরের তারিখ পর্যন্ত পার্কিং এবং সুরক্ষা চার্জ (যদি থাকে) ক্রেতাকে বহন করতে হবে। কোটেশন প্রস্তুতকারী/ ক্রেতাকে সমস্ত তথ্য প্রাথমিকভাবে ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে। যদি কোনো তথ্য না পৌঁছায়, কোটেশন প্রস্তুতকারীরা অনুমোদিত অফিসারের কার্যালয় থেকে প্রক্রিয়ার স্থিতি জেনে নিতে পারেন। তথ্য না পাওয়াকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উদ্ধৃত মূল্য পরিমাণ প্রদানে খেলাপ/অ-প্রদানের অজুহাত হিসেবে ধরা উচিত নয়। **যানটি ০২.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ০৩:৩০ টা পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।** কোটেশন জমা দেওয়া সমস্ত ব্যক্তিকে বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন। সমস্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য, সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কোটেশন আহ্বানের এই বিজ্ঞপ্তিটি সংশ্লিষ্ট যানের বিশদ বিবরণের বিপরীতে যাঁদের নাম এবং ঠিকানা প্রকাশিত হয়েছে সেই যানের মালিকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশনার মাধ্যমে নোটিশ হিসাবেও পরিবেশন করা হচ্ছে।

যোগাযোগ মোবাইল নং ৭৭৮৭৯৬৪৭৪৬/৮৬৯৫৬২৪২০৭

তারিখ : ০১.০৯.২০২৬
স্থান : বাঁকুড়া
ই-মেইল আইডি: recvbankro@centralbank.co.in
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন-স্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ : ২৪.০৯.২০২৬
নিলামের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের নাম	বিক্রয়যোগ্য সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মনোজ সরকার** পিতা- মন্টু সরকার **পিঙ্কি কুমীর (প্রয়াত পুতুল সরকারের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা- মন্টু সরকার **উভয়ের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং এফ-সি, ১ম ফ্লোর, হোল্ডিং নং ১৬০ রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, থানা- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার অধীনে ১৭ নং ওয়ার্ডের ১৬০ নং রাম রতন ঘোষ রোডে অবস্থিত ১ম ফ্লোরে ৮৬১ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাট নং এফ-সি চিহ্নিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মধ্যে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, একটি বাথ কাম প্রিভি, একটি ডব্লিউসি, একটি বারান্দা রয়েছে। যা মৌজা, জে.এল. নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা- মেদান মল্লা, আর.এস. খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০ এবং ১২৩৬-এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৫২৪ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** পূর্বে: ফ্ল্যাট এ, পশ্চিমে: সাধারণ স্থান, উত্তরে: ফ্ল্যাট ডি দক্ষিণে: সাধারণ স্থান। **সম্পত্তিটি পুতুল সরকার এবং মনোজ সরকারের নামে রয়েছে, ২০১৮ সালের দলিল নং ১৯০১০৭২৮০ অনুযায়ী,** যা বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, ভলিউম নং ১৯০১-২০১৮ তে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স - I, কলকাতায় নিবন্ধিত। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ বাইশ হাজার দুইশো উনিশ টাকা মাত্র) যা ৩১.০৭.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৬,১৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬১,৯০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** **৯০৫১১০৮৭৪৫** **৯৬৭৪৭১১৫২০** **পরিদর্শনের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা
২.	**ক) শ্রীমতী কৃষ্ণা বৈদ্য** স্বামী- সলিল বৈদ্য **খ) শ্রী শুভাশিস বৈদ্য** পিতা- সলিল বৈদ্য **গ) শ্রী স্নেহাশিস বৈদ্য** পিতা- সলিল বৈদ্য **সকলের ঠিকানা:** নারায়ণীতলা, পোঃ- গোচরণ, থানা- জয়নগর (গোচরণ গার্লস হাই স্কুলের কাছে) দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭২।	একতলা ভবন সহ ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা - নারায়ণীতলা, জে.এল. নং ০১, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৪০৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৯৪ এর অধীনে, নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- জয়নগর, ডিএসআর - IV, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত। **সীমানা:** উত্তরে: সুখেন্দু হাইত এর জমি। দক্ষিণে: বুকাই সাঁতরা এর জমি। পূর্বে: পঞ্চান্ন বৈদ্য এর জমি। পশ্চিমে: সরোজ বৈদ্য এর জমি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ। ২০১৮ সালের দলিল নং: ১৬০৪০২২৪৩, বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৫৯৬৬৩ - ৫৯৬৮৭, ভলিউম নং ১৬০৪ - ২০১৮, ডিএসআর - IV, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি কৃষ্ণা বৈদ্য, স্বামী - সলিল বৈদ্যের নামে রয়েছে। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২২,৯১,১৭০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ একানব্বই হাজার একশো সত্তর টাকা মাত্র) যা ০৫.০৩.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৯,৩৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৩,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** **৯০৫১১০৮৭৪৫** **৯৬৭৪৭১১৫২০** **পরিদর্শনের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: https://BAANKNET.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ নিলামের তারিখের আগেই স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নম্বর 8291220220

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০২.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রেজিস্টার্ড এ/ডি দ্বারা, দস্তি অন্যথায় প্রকাশনার মাধ্যমে।
রিকভারি অফিসারের কার্যালয় - I/II
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (DRT 3)
৮ম ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২সি, জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাংকরাপ্টসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২-এর অধীনে নোটিশ।
আরসি/৩৭৬/২০২৫
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মহ. এমদাদুল হক এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) মহ. এমদাদুল হক,
১৫৮, মডার্ন পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৭৫।
আরও ঠিকানা : ডা. সুন্দরি মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৪।
আরও ঠিকানা : ফ্যাক্টরি- ৬১৪, পূর্বাচল রোড, পোঃ- কসবা, কলকাতা-৭০০০৭৮।
আরও ঠিকানা : এ/১৩১, রবীন্দ্র পল্লী, কলকাতা-৭০০০৮৬।
(সিডি ২) নূরজাহান হক,
১৫৮, মডার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭৫।
(সিডি ৩) মহ. মামদুদাল হক,
১৫৮, মডার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭৫।
আরও ঠিকানা : গ্রাম- টিটাগড়, পোঃ- মহিপালপুর, হুগলি - ১১০০৩৭।
(সিডি ৪) মহ. একরামুল হক,
গ্রাম- টিটাগড়, পোঃ- মহিপালপুর, হুগলি-১১০০৩৭।

১. এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (DRT3)-এর প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বারা **ওএ/৬৬৪/২০২২** -এ পাস করা আদেশের পরিপূরক হিসেবে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণভাবে/ সীমিতভাবে **১০৭৪৩২৯৪.৩৬ টাকা (এক কোটি সাত লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুশো চুরানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা)** এবং তার সাথে **০৬/১২/২০২২** তারিখ থেকে আদায় পর্যন্ত বার্ষিক ১১.৩৫ শতাংশ সরল সুদের হারে জরিমানা সুদ ও ভবিষ্যৎ সুদ এবং ১১০০০০ টাকা (এক লক্ষ দশ হাজার টাকা) খরচ বকেয়া হয়েছে।
২. আপনাকে এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাংকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী রিকভারি করা হবে।
৩. শুনানির পরবর্তী তারিখে বা তার আগে আপনাকে একটি এফিডেভিটের মাধ্যমে আপনার সম্পত্তির বিবরণ ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৪. পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আপনাকে আগামী **০৭/০৯/২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৫. উপরোক্ত টাকার পাশাপাশি, আপনাকে নিম্নলিখিতগুলি পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ থাকতে হবে :
(ক) সার্টিফিকেট/এক্সিকিউশন কার্যক্রমের এই নোটিশের ঠিক পরে শুরু হওয়া মেয়াদের জন্য প্রদেয় সুদ।
(খ) এই নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য প্রক্রিয়া পরিবেশন এবং বকেয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত সমস্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়।
ট্রাইব্যুনালের সীলমোহর এবং আমার স্বাক্ষরের অধীনে এই তারিখে প্রদত্ত হলো ০৯/০৭/২০২৬

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩

ককরোচের বিরুদ্ধে সব মামলাই বাতিল

দাবি মানল কেন্দ্র, মিছিলের ডাক প্রত্যাহার সিজেপির

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থকদের। ২০ থেকে ২৫ জুলাই বিক্ষোভের জেরে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যে যে মামলাগুলি হয়েছিল, সেগুলি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। তবে দিল্লিতে যে ২৮৭৩ জন বিক্ষোভকারীর নামে অতীত অপরাধের রেকর্ড রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যেতে পারবে দিল্লি পুলিশ। শীর্ষ আদালতে স্বস্তি পাওয়ার পরই আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে যে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল সেটা প্রত্যাহার করেছে ককরোচ। নিট-কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পথে নেমেছিলেন পড়ুয়ারা। সেই কর্মসূচি চলাকালীন ২০ থেকে ২৫ জুলাইয়ের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আদালত দিল্লি, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও অসমে ২০,২৫ জুলাইয়ের আন্দোলন-সংক্রান্ত এফআইআর বাতিল করেছে এবং অন্য রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একই ধরনের এফআইআর বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। সিজেপি অভিযোগ করেছিল, নিট-কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করা হচ্ছে না। এমনকি, এফআইআর প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতিও তারা রাখেনি। সেই কারণে ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেয় সিজেপি। ঘটনাচক্রে, তার পরেই সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লি পুলিশ। মনে করা হচ্ছে, আরশোলাদের চাপেই সেই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র। তার পরেই তারা সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানায়, দিল্লি প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজ করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লি পুলিশের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি জানান, নিট-কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলাকালীন ২০ থেকে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনায় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে আর কোনও এফআইআর দায়ের করা হবে না। তার পরেই মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বি মোহনার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, '২০ থেকে ২৫ জুলাইয়ের (প্রতিবাদের) ঘটনায় অন্য কোনও রাজ্য কোনও আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে কোনও মামলা হলে তা বাতিল বলে ধরে নেওয়া হবে।' তবে যে ২,৮৭৩ জন আন্দোলনকারী অতীতে অপরাধে জড়িয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা করবে দিল্লি পুলিশ। ২৫ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার এবং সিজেপির মধ্যে কী আলোচনা হয়েছিল, তা নিয়ে মঙ্গলবার আদালতকে বিস্তারিত তথ্য দেন সলিসিটর জেনারেল মেহতা। তার পরেই তিনি দিল্লি পুলিশের আবেদনের কথা উল্লেখ করেন। নিট কেলেঙ্কারির পরে যে পড়ুয়ারা আত্মঘাতী হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবনাচিন্তার জন্য তিন মাস সময় চেয়েছে তারা। সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে তিন মাস সময় দিয়েছে।

হড়পা-আতঙ্কের পর মহামারির গ্রাসে নেপাল, জারি হাই অ্যালার্ট

কাঠমান্ডু, ১ সেপ্টেম্বর: নেপালের ভয়ঙ্কর হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা হাজার ছুঁইছুঁই। এখনও নিখোঁজ সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষ। গত বুধবার হিমবাহ ধসে নেপালে হড়পা বানের পর কেটে গিয়েছে ৭ দিন। এখনও উদ্ধার হচ্ছে পচাগলা মৃতদেহ। সেইসব দেহ শনাক্ত করা কার্যত অসম্ভব। এই অবস্থায় দেহের ডিএনএ স্যাম্পেল রেখে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গণকবর দিচ্ছে প্রশাসন। দেহ পচে গিয়ে ভয়ঙ্কর রকম বিষাক্ত হয়ে উঠেছে নদীর জল। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত অঞ্চলগুলিতে মহামারির আশঙ্কা করছে প্রশাসন। এই বিষয়ে নেপাল সরকারের তরফে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। নদী দিয়ে বয়ে চলেছে সারি সারি মৃতদেহ। প্রিয়জন হারানোর শোক, চরম দুর্ভোগের সেখানকার মানুষদের মাথার উপর ঘনাচ্ছে মহামারির কালো ছায়া। নেপাল প্রশাসনের তরফে সতর্কবার্তা দিয়ে জানানো হয়েছে, নদীর জল পান না করার জন্য। নদী তীরবর্তী অঞ্চলের কোনও খাদ্য সামগ্রী না খাওয়ার জন্য জনগণের উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়েছে, কেউ যেন নদীর জল পান না করেন। এমনকী বন্যা কবলিত এলাকার খাবার বা পানীয় গ্রহণ না করেন। সেক্ষেত্রে গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি রয়েছে। পরিস্থিতি মহামারির দিকে এগোচ্ছে। এই অবস্থায় প্রত্যেককে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবার সকালে নেপালের প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বহু জেলায় ফের বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আশঙ্কা রয়েছে হড়পা বানের। নেপালের পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম দিকের জেলাগুলিতে নতুন করে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

অসুস্থ আন্না হাজারে

■ গুরুতর অসুস্থ আন্না হাজারে। সোমবার তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে। ৮৯ বছরের আন্নার কিডনিতে সংক্রমণ ও শরীরে জলশূন্যতা দেখা দিয়েছে। সোমবার তাঁকে মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালের তরফে থেকে আন্নার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি।

ফের দামি বাণিজ্যিক গ্যাস

■ দুর্গাপুজোর বাকি আর ৪৬ দিন। তার আগেই বাড়ল গ্যাসের দাম। মঙ্গলবার অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বর থেকেই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। উল্লেখ্য, গত দু'মাস ধরে কমছিল গ্যাসের দাম। কিন্তু মাস পয়লায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ৯.৫০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে।

SOUTH 24 PARGANAS ZILLA PARISHAD
NIT-13 & 14 of 2026-27 for e-Tender
For details log on to "e-procurement" link from the website: **zps24pgs.wb.gov.in** & **tender.wb.gov.in**
Sd/- District Engineer
South 24 Parganas
Zilla Parishad
Memo No:3242(3)/DICO/S24 Pgs. Dt- 01-09-2026

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Hasnabad, North 24 Parganas
Notice
Application is invited for e-Tender Notice vide **NIT No: 01/VB-GRAMG/HBD/26-27 Dated 01.09.2026** eligible Bonafide & Successful agency as per criteria mentioned in the tender notice. Last date of bid submission **16.09.2026 12.00 hrs** for details please visit **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- Programme Officer & Block Development Officer, Hasnabad, North 24 Parganas

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/229/26-27 Dated 01.09.2026	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP2)] From House of Rana to Company of Shahjahan Mondal at Bijaykrishna Pally of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.13,57,016.00

Bid Submission end date: **17.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Online Tender are invited from the bonafied and resourceful agencies by the Executive Officer, Madhyamgram Municipality through the following **eN.I.T. bearing no. WBMAD/MM/NIT-03e/2026-27, Dt. 01.09.26** Details of Tender will be available from the website **https://wbtenders.gov.in** Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.** Municipal Authority has every right to accept or reject any Tender without assigning any reason.
Sd/- **Executive Officer**
Madhyamgram Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114, Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender NIT No.: PM/PWD/AE/26-27/107, Dated: 01.09.2026** under Panihati Municipality for details log on **www.tender.wb.gov.in**. Contact concern authority P.W. Department, Panihati Municipality at the above address. Last date of submission **12.09.2026.**
Sd/- **Executive Officer**
Panihati Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/137/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Concrete Road From H/O Bhajanath Saha to H/O Gouri Sankar ghosh at Bank Plot in Ward no.08 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,42,026.00
WBMAD/ULB/RSM/138/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Covered Drain from Bhajanath Saha to Gouri Sankar Ghosh at Bankplot in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,39,737.00
WBMAD/ULB/RSM/148/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Covered Drain from Mintu Sardar House to Subrata Das House at Bankplot in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,52,118.00
WBMAD/ULB/RSM/162/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Concrete Road From H/O Subal Ch. Pramanik to H/O Lakshman sarder at Dasani Math in Ward no. 08 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,05,107.00
WBMAD/ULB/RSM/179/26-27 Dated 31.08.2026	The Repairing of Bituminous Road from Green Park School to Rabin Kar's House at Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.3,87,112.00
WBMAD/ULB/RSM/182/26-27 Dated 31.08.2026	The Repairing of Bituminous Road from Pubali Apartment to Prantik Apartment at Ward No.-27 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,45,500.00

Bid Submission end date: **09.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/204/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Repairing work from Baspol to Oldage House (Swapan Naskar) in Ward no.03 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.48,97,659.00
WBMAD/ULB/RSM/223/26-27 Dated 31.08.2026	Construction of Covered Surface Drain at Mallick Para Jame Masjid to Hathkhola Para via Uttarmath in Ward No-33 Under Rajpur -Sonarpur Municipality.	Rs.32,84,553.00
WBMAD/ULB/RSM/224/26-27 Dated 31.08.2026	Upgradation of C. C. Road & Drain at Uttarpara, Boral-C (Backside of Premier Factory) in Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.26,87,633.00
WBMAD/ULB/RSM/225/26-27 Dated 31.08.2026	Upgradation of C. C. Road & Drain from Kultala Mazar to H/O Manmata Naskar (Bagherghole Kultala Mazar Area) in Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.19,62,168.00
WBMAD/ULB/RSM/226/26-27 Dated 31.08.2026	Construction of Pavement Road at Bagherghole from H/O Alim Mondal to H/O Jalal,via H/O Minu,In Ward No-32,Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.10,79,352.00

Bid Submission end date: **17.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/193/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for The Repairing of Bituminous Road inside Harimati Sarani via Anwar Shah's Pond at Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.24,52,404.00
WBMAD/ULB/RSM/194/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from Power House to ward No-9 Border in Ward No. 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.59,75,151.00
WBMAD/ULB/RSM/196/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminious road Reparing from 9 Bigha to ward no- 9 via Vivek Sangha Club in Ward no.05 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.39,03,931.00
WBMAD/ULB/RSM/197/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from H/O Subir Roy to H/O Pranab Sardar in Ward No. 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.26,94,340.00
WBMAD/ULB/RSM/198/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from Singha More to Kadamtala in Ward No. 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.35,19,963.00
WBMAD/ULB/RSM/199/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Bituminous road Reparing from shop of Samrat Hardware to Ganashakti More in Ward no.05 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.35,49,028.00
WBMAD/ULB/RSM/200/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Earth Road Reparing from Rixa Stand to Arabinda pally in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.36,19,502.00

Bid Submission end date: **17.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/165/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from Kabar Sthan to Jhantu Saha Culvart in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.48,79,914.00
WBMAD/ULB/RSM/166/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from Sonu Mudi Shop toJhilpar (Nepal Keroshin shop)in Ward no.05 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.14,19,611.00
WBMAD/ULB/RSM/167/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from shop of Goutam and Sandip Builders via BSNL Tower and Biswabani school more in Ward no.05 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.66,54,528.00
WBMAD/ULB/RSM/168/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from Eye Hospital to Border of Ward No- 06, 07 in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.88,72,571.00
WBMAD/ULB/RSM/169/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Earthen Road from Dadpur Majher para in Ward No. 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.50,19,192.00
WBMAD/ULB/RSM/170/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from Children Park to New Giribala School in Ward no.04 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.42,58,834.00
WBMAD/ULB/RSM/171/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing work from Toto Stand to Cake Factory in Ward no.02 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.44,36,285.00
WBMAD/ULB/RSM/172/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Earth Road from Narendrapur Toto Stand to Border of ward no-9 and Ganasakti More in Ward No.05 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.84,73,866.00
WBMAD/ULB/RSM/174/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Damage Black Top Road from BJP Party Office to H/O Shib Mandir in Ward No. 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.33,02,656.00
WBMAD/ULB/RSM/175/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Earth Road from H/O Bhusan Das to H/O Gobinda Nibhas in Ward No. 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.20,20,735.00
WBMAD/ULB/RSM/176/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from Bagan Bari Mess to BJP Rixa Stand in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.53,23,542.00
WBMAD/ULB/RSM/177/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from 45 Bus Stand to Appalo Pharmacy in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.57,67,171.00
WBMAD/ULB/RSM/178/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Bituminous Road from Iterpanja Riksha Stand to Yuba Tirtha Club at Ward No.- 28, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.26,80,345.00
WBMAD/ULB/RSM/180/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Bituminous Road from Eden Horizon to Sunny Divine via Abas Residency at Ward No.-28, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.64,88,481.00
WBMAD/ULB/RSM/183/26-27 Dated 31.08.2026	The Repairing of Bituminous Road from Opposite Kalyani Appartment upto Sonaram Tudu House via Gopal Mondir intersection, Green Park at Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs.11,29,750.00
WBMAD/ULB/RSM/184/26-27 Dated 31.08.2026	The Repairing of Bituminous Road from Gopal Mandir to Raksha KaliMandir at Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs.10,35,642.00
WBMAD/ULB/RSM/186/26-27 Dated 31.08.2026	The Repairing of Bituminous Road inside J.R. Ghosh Garden at Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.14,55,701.00
WBMAD/ULB/RSM/187/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Damage Concrete Road from Lock Gate to Zero Point in Ward No. 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.78,02,852.00
WBMAD/ULB/RSM/188/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Bituminous road Reparing from Nabasri Bazar Auto Stand to Jagannath Mondal in Ward no...04 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.35,49,028.00
WBMAD/ULB/RSM/189/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Bituminous road Reparing from Narendrapur Toto stand to khalpar (Dadpur culvart) in Ward no...05 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.67,43,154.00
WBMAD/ULB/RSM/190/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Bituminous Road Reparing work from Kath Pole to Panchpota Dhalai Brize in Ward no.02 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.96,88,847.00
WBMAD/ULB/RSM/191/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Paver Block Road and Manhole Lifting of Road from Nirmala Residency to Nir Appartment via Amar Basha 2 at Ward No.- 28, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.21,97,496.00
WBMAD/ULB/RSM/192/26-27 Dated 31.08.2026	Paver Block Road of Branch Road at Model Town at Ward No.-28, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.13,71,795.00

Bid Submission end date: **17.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in** *Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality*

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Twenty two (22) Nos. of Construction work in different places within Ghatal Municipality under State Fund. **NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-6e/2026-27, Dated: 01/09/2026, Tender ID : 2026_MAD_1040154_1 to 22.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

Office of the
Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-01/EN/SB/2026-2027, (FUND-MPLAD, (Sl No 01 and 02) Dated:- 01/09/2026. The last date of online submission of tender is 08/09/2026 upto 18:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
Memo. No. 961/RM, Date - 01.09.2026. Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-2e/2026-27/SL1 to SL15. Tender ID : 2026_MAD_1040039_1 to 15
Name of the work: Improvement and Repairing of Bituminous & Cement Concrete Paver Block Roads at different Wards under Ranaghat Municipality (Total 15 Schemes). Last Date of Submission of Bid: **15.09.2026.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Ranaghat Municipality

Tender Notice
1. A Cancellation Notice bearing **Ref no. 1233/NBM./Store. 31.08.2026** is being uploaded by The Administrator, North Barrackpore Municipality. 2. Open Tenders are being invited by The Administrator. North Barrackpore Municipality from Manufacturer/bonafied suppliers for the followings: **Tender Reference No.: 1232/NBM/Store (2026_MAD_5021242_1), Date: 31.08.2026 Sub.: Procurement of Printing Items.** Last date of submission of tender: **11.09.2026 within 5 pm.** For details see **http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
N0. – 11/A.E./K.S.S.D./P.W.D. of 2026 – 2027. Sealed Tender is invited by the A.E, Kolkata South Sub – Division, P. W. Dte. For the following work Tender ID: -1. 2026_WBPWD_5021003_1. Last date of Application 12.09.2026 up to 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Kolkata South Sub - Division Public Works Directorate.
ICA- T16726(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Name of work: "SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at G and O Operation Theatre of Baghajatin S.G. Hospital." Vide Tender ref. no. WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-06/26-27(2nd Call) and Tender ID.: 2026_WBPWD_5019212_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates: Last date of submission will be on 09/09/2026 up to 12:00 PM. Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T16736(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER DATE CORRIGENDUM
e-Tender DATE CORRIGENDUM is invited by the undersigned for the work " SITC of 2.5 TR Split type Cassette AC Machine in the room of Honorable MoS of the Industry Commerce and Enterprises Deptt. in 6th Floor B Wing Shilpa Sadan Building Camac Street and Related EI works.." e-TenderNo: WBPWD/AE/41/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID 2026_PWDE_5018598_1. Documents Submission end date 07.09.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division - I.
ICA- T16717(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-50/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5018062_1) is hereby extended upto 1.00 P.M. on 09.09.2026.
Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website:https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T16721(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-61/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017759_1 is hereby further extended up to 07/09/2026 upto 1:00 PM .; Website: - tenders.wb.gov.in :
Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T16722(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-60/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017756_1 is hereby further extended up to 07/09/2026 upto 1:00 PM .; Website: - tenders.wb.gov.in : Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T16723(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to no bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-68/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5018505_1 is hereby extended up to 07/09/2026 upto 1:00 PM .; Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T16724(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-74/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5019772_1 is hereby extended up to 07/09/2026 upto 1:00 PM .; Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T16725(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender DATE CORRIGENDUM is invited by the undersigned for the work " Supply & Installation of 2 Nos. Cassete Type AC Machine in Security & C Section in the 1st Floor at Intelligence Branch Main Building, 13, Lors Sinha Road ." e-TenderNo: WBPWD/AE/11/PR/T/KCESD/I of 2026-27(3rd CALL) and Tender ID:2026_PWDE_5018555_1. Documents Submission end date 07.09.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division - I.
ICA- T16716(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Name of work: "SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at Labour room of Baghajatin State General Hospital, Jadavpur." Vide Tender ref. no. WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-03/26-27 (2nd Call) and Tender ID.: 2026_WBPWD_5018909_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates: Last date of submission will be on 09/09/2026 upto 12:00 PM. Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T16737(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Maidan Sub-Division invites Tender vide e-N.I.T No. 10/MSD of 2026-27 of The Assistant Engineer, Maidan Sub-Division, PWD dated 31.08.2026 from bonafide agency. Bid submission closing date (online) will be on 15.09.2026 at 12.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5021023_1/2. Tender Reference No. WBPWD/AE/MSD/NIT10/2026-27. Corrigendum and addendum, if issued will be published only on departmental website. All other details may be seen are available from the website and in this office Notice. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Maidan Sub-Division.
ICA- T16738(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/NKHSD-III/NIeT-07/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5021028_1 to 3
Online tenders (e-Tender) are hereby invited by the undersigned for different works vide NIeT number mentioned above. Online bid submission will be start on 03/09/2026 & closing date and time is 11/09/2026 upto 04.00 PM. For detail information and tender documents please visit https://tenders.wb.gov.in & https://wbpwd.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, North Kolkata Health Sub-Division-III.
ICA- T16739(1)/2026

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/150/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Road From Kounik Society Culvert to Sonargaun Road in Ward No. - 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.49,47,966.00
WBMAD/ULB/RSM/151/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Corverd Drain from Oikya Sangha to Tarun Sansad at R.K.Pally in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.10,30,311.00
WBMAD/ULB/RSM/152/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM road from Oikya Sangha to Tarun Sansad club at Ramkrishna Pally in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.26,64,476.00
WBMAD/ULB/RSM/153/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM road from Oldage Home to Yubak Sangha via Sonar City more at Bankplot in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.53,47,836.00
WBMAD/ULB/RSM/154/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM road from Pump House to Dr. P. K. Pal House at Nowapara in Ward No. 10 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.12,17,953.00
WBMAD/ULB/RSM/156/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM road at Chanditala Shitala mandir road in Ward No. 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.94,35,716.00
WBMAD/ULB/RSM/157/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Damage Concrete road from Soni Mondir to MoilaPota in Ward No. 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.18,44,486.00
WBMAD/ULB/RSM/158/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Corverd Drain from Teghoria Shoni Mandir to Sonargaon Thire gate in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.46,83,200.00
WBMAD/ULB/RSM/159/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Road from Sonargaun 1-No Gate towards Bhabotarini Mondir in Ward No. - 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.20,03,926.00
WBMAD/ULB/RSM/160/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Corverd Drain from Sanu Shop to Farid Khan House via Jagannathpur Samabay Samity at Karmakar Para in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.26,64,442.00
WBMAD/ULB/RSM/161/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM road from Sanu Shop to Farid Khan House via Jagannathpur Samabay Samity at Karmakar Para in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.59,84,700.00
WBMAD/ULB/RSM/163/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM Road at 9 er pally Main Road in Ward No. 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.65,86,875.00
WBMAD/ULB/RSM/205/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for bituminous road Reparing work from Dhalai Bridge(OLD) to Natundeara Bridge in Ward no.03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.14,19,611.00
WBMAD/ULB/RSM/206/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for road Reparing work from Dhalua Panchpota Main Road (20 Feet) to Dhalai Road in Ward no...03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.15,97,063.00
WBMAD/ULB/RSM/207/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from Jhantu Saha Culvart to Kadarat auto stand in Ward No. 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.96,25,451.00
WBMAD/ULB/RSM/209/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Bituminous Road Reparing from Taxi Stand to Dhalai Brize in Ward no.01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.81,62,765.00
WBMAD/ULB/RSM/210/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Bituminous road Reparing from S.D more Bread Factory to Alur Godooun via Sugam in Ward no.07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.61,84,182.00
WBMAD/ULB/RSM/212/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Bituminous road Reparing from S.D More Bread Factory to H/O Arun Baidha via Kusumba high school and Sahapara in Ward no.07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.70,83,861.00
WBMAD/ULB/RSM/214/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from Jora bat tala to Radhagobinda mondir and Auto stand via kadamtala in Ward No. 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.76,04,797.00
WBMAD/ULB/RSM/216/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from (Khan para Road)From Uday Sangha Club to Shop of Imran in Ward No. 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.40,95,756.00
WBMAD/ULB/RSM/218/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from Suresh Sova Abashon to H/O Babai Naskar in Ward No. 03 in Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.32,59,210.00
WBMAD/ULB/RSM/219/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from Shop of Babla Naskar to Border of Ward no-8 in Ward No. 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.36,11,232.00
WBMAD/ULB/RSM/220/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for bituminous road Reparing work from SabujSangha to Aashram in Ward no.03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.50,53,816.00
WBMAD/ULB/RSM/221/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Bituminous road Reparing work from Aashram to Canal Road in Ward no.03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.35,49,028.00

Bid Submission end date: **17.09.2026 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

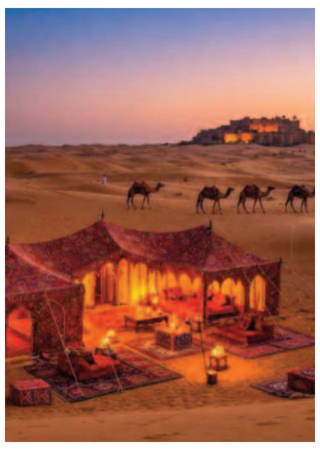

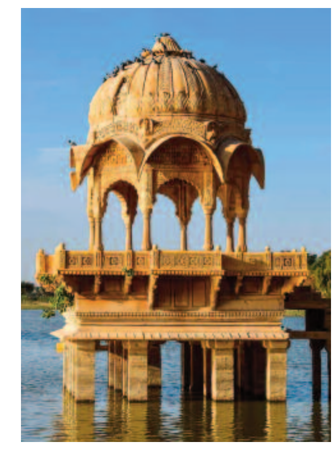

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার ● ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ● পেজ ৮

জয়সলমীরের সোনার কেল্লা

অসীম সুর চৌধুরী

রাজস্থান ঘুরতে গিয়ে, উদয়পুর থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল জয়সলমীর। তবে এখান থেকে কোনো ট্রেন যোগাযোগ নেই, যেতে হবে বাসে। আমাদের হোটেল ম্যানেজার আরামপ্রদ ভলভো বাসের ব্যবস্থা করে দিল। রাতের খাবার খেয়ে বাসে উঠে পড়লাম বাস জার্নিতে কারোরই ভালো ঘুম হয়নি। একটু ঝিমিয়ে নেওয়া আর কী। পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ জয়সলমীর শহরে ঢোকার একটু আগে আমাদের নামিয়ে দিল। আমাদের হোটেলটা ছিল যোধপুর - বারমের লিঙ্ক রোডের ওপর। গাড়ি এসে আমাদের পিকআপ করে সোজা হোটেলে নিয়ে গেল। সুন্দর কারুকার্য করা হোটেলের ঘরগুলো বেশ বড় বড়।

আমরা এখানে দু'দিন ও একরাত থাকব। আমাদের পরিকল্পনাটা দাঁড়াল এই যে, আজ দুপুর তিনটে নাগাদ যাবো মরুভূমি দেখতে। তারপর কাল সারাদিন জয়সলমীর দুর্গ ও শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখব। ঠিক তিনটে নাগাদ আমরা মরুভূমি দর্শন করতে বেরোলাম। এখান থেকে প্রায় ৪৫ কিমি দূরে থর মরুভূমি 'স্যাম স্যান্ড ডিউনস'। হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের পুরো প্যাকেজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর মধ্যে আছে উট সাফারি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা এবং রাজস্থানী থালি 'ডাল বাটি চুরমা'র স্বাদ গ্রহণ করা। তবে আলাদা খরচা দিয়ে রাত্রে সেখানকার তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা আছে। আমরা অবশ্য থাকছি না, হোটেলেই ফিরে আসব। প্যাকেজে না গিয়ে আলাদা করেও 'ক্যামেল সাফারি' করা যায় কিন্তু তাতে উটওয়ালাদের কাছে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের গাড়ি মরুভূমির পাশে গিয়ে থামল। রাস্তার বাঁদিকে শুধু বালি আর বালি। সূর্যর প্রখর তাপে অক্টোবর মাসেও রীতিমতো ঘামতে শুরু করলাম। দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট বাবলা গাছ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। বালিয়াড়ি জুড়ে উটদের আনাগোনা আর মরুভূমি দেখতে আসা পর্যটকদের এদিক-ওদিক জমায়েত চোখে পড়ল। ড্রাইভার আগে থেকে ঠিক করা উটের উপর আমাদের বসিয়ে দিল। দড়ি টানতে টানতে উটওয়ালারা বালিয়াড়ির উপর দিয়ে আমাদের নিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে একটা উঁচু বালির পাহাড়ে এসে আমাদের ছেড়ে দিল। এটাই সানসেট পয়েন্ট। এখান থেকে আরো দূরে যেতে গেলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। আমরা ওখানেই থেকে গেলাম সূর্যাস্ত দেখব বলে। তখনও সূর্য ডুবতে বেশ কিছু সময় বাকি।এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর দেখতে পেলাম লাল সূর্য দিগন্তের নীচে মুখ লুকাতে যাচ্ছে। এর আগে সমুদ্র ও পাহাড়ে অনেক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেছি, কিন্তু এবারে মরুভূমিতে অন্য অভিজ্ঞতা। সূর্য ডুবতেই দিনের আলোটা হঠাৎ করে অনেকটা কমে গেল। আমরা সবাই হেঁটে হেঁটে রাস্তার দিকে চললাম। আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ছে। মরুভূমির আবহাওয়া অবশ্য এরকমই। দিনে খুব গরম আর রাতে বেশ ঠান্ডা। গাড়িতে পৌঁছে সবাই হালকা শীতের পোশাক পরে নিলাম ।

এরপর ড্রাইভার আমাদের নিয়ে গেল রাস্তার ডানদিকে তাঁবুর কাপড় দিয়ে ঘেরা খুব বড় একটা জায়গায়। এর মধ্যেই রাজস্থানী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। আমাদের তাঁবুর পাশে, অন্যান্য সংস্থার আরো অনেক তাঁবু রয়েছে। তাঁবুর মাঝখানে বেশ বড় গোল জায়গা, তাকে ঘিরে পাতা রয়েছে অনেক চেয়ার। একটু দূরে পাশাপাশি রয়েছে অনেকগুলো ছোট ছোট তাঁবু। শুরু হল রাজস্থানী নৃত্য। রংবেরঙের ঘাঘরা পরে মহিলারা নৃত্য পরিবেশন করতে লাগলেন। গোলের চারদিকে বসে কিছু মহিলা ও পুরুষ হারমোনিয়াম, ঢোলক ইত্যাদি নিয়ে রাজস্থানী লোকসংগীত গেয়ে চলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যরত মহিলারা কখনো গ্লাসের উপর দাঁড়িয়ে বা কখনো আট-দশটা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে অপূর্ব নৃত্যকলা পরিবেশন করতে লাগলেন । প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর অনুষ্ঠানের ইতি হল। এবার নৈশ আহারের পালা। বুফে সিস্টেম। ভাত ও রুটির সঙ্গে অনেকগুলো নিরামিষ পদ সাজানো রয়েছে। এরই নাম 'ডালবাটি-চুরমা'। রান্নায় ঘি এবং লঙ্কার আধিক্য। তবে ভালোই লাগল। খাওয়াদাওয়া সেরে হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম জয়সলমীর ফোর্ট দেখতে, যা বাঙালিদের কাছে 'সোনার কেল্লা' নামে পরিচিত। ১১৫৬ সালে রাওয়াল জয়সওয়াল দ্বারা ত্রিকুট পাহাড়ের মাথায় তৈরি হওয়া এই বেলে পাথরের দুর্গ বয়সে রাজস্থানের দ্বিতীয় প্রাচীন। জয়সলমীর রাজস্থানের অন্যতম পিছিয়ে পড়া জায়গা। সমতল থেকে প্রায় ৮০ মিটার উঁচুতে তৈরি এই কেল্লায় রয়েছে ৯৯টি গম্বুজ। এই কেল্লার মধ্যে একটা আস্ত শহর গড়ে উঠেছে। অনেক মানুষ এখানে বসবাস করেন। ভারতের আর কোনো দুর্গের ভেতর এরকম ঘনবসতি দেখা মেলে না।

রাস্তার বাঁদিকে শুধু বালি আর বালি। সূর্যর প্রখর তাপে অক্টোবর মাসেও রীতিমতো ঘামতে শুরু করলাম। দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট বাবলা গাছ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। বালিয়াড়ি জুড়ে উটদের আনাগোনা আর মরুভূমি দেখতে আসা পর্যটকদের এদিক-ওদিক জমায়েত চোখে পড়ল। ড্রাইভার আগে থেকে ঠিক করা উটের উপর আমাদের বসিয়ে দিল। দড়ি টানতে টানতে উটওয়ালারা বালিয়াড়ির উপর দিয়ে আমাদের নিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে একটা উঁচু বালির পাহাড়ে এসে আমাদের ছেড়ে দিল। এটাই সানসেট পয়েন্ট। এখান থেকে আরো দূরে যেতে গেলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। আমরা ওখানেই থেকে গেলাম সূর্যাস্ত দেখব বলে। তখনও সূর্য ডুবতে বেশ কিছু সময় বাকি। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর দেখতে পেলাম লাল সূর্য দিগন্তের নীচে মুখ লুকাতে যাচ্ছে। এর আগে সমুদ্র ও পাহাড়ে অনেক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেছি, কিন্তু এবারে মরুভূমিতে অন্য অভিজ্ঞতা। সূর্য ডুবতেই দিনের আলোটা হঠাৎ করে অনেকটা কমে গেল। আমরা সবাই হেঁটে হেঁটে রাস্তার দিকে চললাম। আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ছে।

দুর্গের বাইরে গাড়ি পার্কিং করে আমরা এগিয়ে চললাম। দুর্গের মূল প্রবেশদ্বারের নাম অক্ষয় পোল। তারপর ক্রমান্বয়ে এল আরও তিনটে প্রবেশদ্বার সুরজ পোল, গণেশ পোল ও হাওয়া পোল। দুর্গের সরু গলির সময় দু পাশে রয়েছে জামাকাপড়, পেন্টিং, অ্যান্টিক গয়না, নানারকম হস্তশিল্প ইত্যাদির দোকান। এইভাবে দু'ধারের দোকানপাট দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম সিটি প্যালেস, যেটা কিনা এই দুর্গের প্রধান প্রাসাদ। এই প্রাসাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য অপূর্ব। এর ভেতরে রয়েছে জয়সওয়াল রাজাদের জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি হওয়া মিউজিয়াম। এরপর অলিগলি ধরে একটু এগোতেই পৌঁছে গেলাম জৈন মন্দিরে। এই মন্দিরগুলো ১২ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। এদের স্থাপত্যশিল্প মনের মধ্যে রীতিমতো দাগ কাটে। এখানেই রয়েছে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির দুর্মূল্য সংগ্রহশালা। এরপর একে একে দেখে নিলাম কেল্লার 'মেঘদরবার, 'রংমহল', 'দেওয়ান-ই-আম' , 'রানি দরবার' প্রভৃতি।

সোনার কেল্লা থেকে বেরিয়ে এবার দেখতে চললাম 'গাদিসার হ্রদ'। এই লেকটা তৈরি করেছিলেন রাওয়াল ঘাট সিং, সেই ১৩৬৭ সালে। তখন শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা এই হ্রদ থেকেই হত। এখন অবশ্য তার দরকার হয় না। লেকের চারপাশে রয়েছে হলুদ পাথরের তৈরি মন্দির, ছত্রী ও তোরণ। এখানে বোটিংয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই লেকের বাঁদিকে একটা মিউজিয়াম রয়েছে। এখানে পুতুল নাচের আসর বসে। দেখতে দেখতে মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পরে, আমাদের ঘোরার অভিমুখ হল হাভেলিগুলোর দিকে। শহরের গলির মধ্যে পরপর অনেকগুলো পাথরের জাফরি কাটা হাভেলি রয়েছে। প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা টিকিট। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য হাভেলির নাম হল পাটোয়া হাভেলি, নাথমল জি হাভেলি, সেলিম সিং হাভেলি ইত্যাদি। এই হাভেলিগুলোর সূক্ষ্ম জাফরির কারুকাজ দেখলে অবাক হতে হয়। এছাড়া চিত্রিত দেওয়াল, ঝারোখা, খিলানে সূক্ষ্ম কারুকার্য যে কোনো পর্যটককে আকর্ষণ করবে। এখানকার হাভেলিগুলোর মধ্যে কিছু বেসরকারি পরিচালকের দ্বারা পরিচালিত। আবার কয়েকটা সরকারি। বেসরকারিগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবে টিকিটের মূল্য বেশি। অপেক্ষাকৃত কম দামের টিকিটের সরকারি হাভেলির রক্ষণাবেক্ষণ ভালো নয়। এইরকম একটা সরকারি হাভেলির মধ্যে ঢুকেই কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে আসতে হল। প্রতিটা ঘরের সিলিংয়ে দলে দলে বাদুড় ও চামচিকে ঝুলে রয়েছে, যেটা দেখতে খুব একটা সুখকর নয়।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল আজ রাতেই আমরা জয়সলমীর ছাড়বো। খাওয়াদাওয়া সেরে ট্রেনে উঠে পড়লাম। এরপর আমাদের গন্তব্য যোধপুর।

যাওয়ার উপায়

হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে জয়সলমীর যাওয়ার সরাসরি কোন ট্রেন নেই। প্রথমে জয়পুর বা যোধপুর গিয়ে তারপর সেখান থেকে ট্রেনে বা বাসে করে জয়সলমীর যেতে হবে। ১২৩০৭ হাওড়া , যোধপুর এক্সপ্রেস, ১২৩২৩ হাওড়া , বাড়মের এক্সপ্রেস ইত্যাদি।

থাকার জায়গা

জয়সলমীর হোটেল মুমল, হোটেল সুদর্শন, সামধানি, হোটেল পানিহারি, হোটেল প্রিন্স, সরস্বতী প্যালেস, সরোজ প্যালেস, হোটেল প্রিয়া, হোটেল পিথলা হাভেলী ইত্যাদি।